রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৯ সনের ৪৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৯

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২১—৭৭১
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩০৫—১৩২৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১১৯—৩১৩৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....তারিখে সমাপ্ত বাৎসরিক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বিজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ এপ্রিল ২০১৮

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০১৮

নং ৮০.০০.০০০০.২০০.৪৬.১৫.২০১৮-১১৩—বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাস্থ্য ক্যাডারের নিম্নোক্ত শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইন-এ আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ক. সহকারী সার্জন	৪১০	৪৫৪২	এম.বি.বি.এস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯১	৭৭১
		খ. সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৪৫০	২৫০	বি.ডি.এস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯২	৭৯১

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিশেষ নির্দেশাবলি :

১. ক. নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত ক্যাডারের শূন্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

খ. বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার পদের জন্য কোনো প্রার্থীর নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উল্লিখিত বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের পদের পার্শ্বে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাঁকে সে মর্মে বি.এম.ডি.সি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 (applicant's copy) এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের বি.এম.ডি.সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে, অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

গ. যদি কোনো প্রার্থী এম.বি.বি.এস/বি.ডি.এস/সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইন-এ আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার এম.বি.বি.এস/বি.ডি.এস/সমমানের সকল লিখিত পরীক্ষা ৩৯তম (বিশেষ) বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ ৩০-০৪-২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে BPSC Form-1 (applicant's copy) এর হার্ড কপির সঙ্গে প্রার্থী কমিশনে দাখিল করবেন। **এম.বি.বি.এস/বি.ডি.এস/ সমমানের পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখবিহীন কোনো অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।** বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় এম.বি.বি.এস/বি.ডি.এস/সমমানের পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূল কপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতাও বাতিল বলে গণ্য হবে।**

২. **অনলাইন-এ আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :**

ক. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ১০-০৪-২০১৮ তারিখ সকাল ১০ : ০০ টা।

খ. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ৩০-০৪-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬ : ০০ টা।

গ. আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩০-০৪-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬ : ০০ টার মধ্যে কেবল User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উক্ত সময়ের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ ০৩-০৫-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬ : ০০ টা পর্যন্ত) sms এর মাধ্যমে (বিজ্ঞাপনের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে) ফি জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : Applicant's Copy-তে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী (অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রার্থীদের ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদনপত্র জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৩. **বয়সসীমা : ০২ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বয়স :**

ক. **প্রার্থীর বয়স : ২১ হতে ৩২ বছর (জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৪-১৯৯৭ সর্বোচ্চ ০২-০৪-১৯৮৬ পর্যন্ত)।**

খ. **প্রার্থীর বয়স কম বা বেশি হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।**

৪. **জাতীয়তা :**

ক. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী কোনো বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করলে বা বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সরকারের অনুমতিপত্র কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 এর (applicant's copy) সঙ্গে কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৫. ক. লিঙ্গ নির্বিশেষে বিজ্ঞাপিত যোগ্যতাধারী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরিরত প্রার্থীগণের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নির্ধারিত বয়সের প্রার্থীরা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬. **অনলাইন-এ বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমাদান :**

৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর MCQ type লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতি এবং BPSC Form-1 পূরণের নির্দেশাবলিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইন-এ পূরণ করে আবেদন করতে হবে। পূরণকৃত BPSC Form-1 এর একাধিক কপি ডাউনলোড করে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে জমাদানের জন্য প্রার্থী নিজের কাজে সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। BPSC Form-1 (applicant's copy) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে বিজ্ঞাপনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ MCQ type লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে হাতে হাতে কমিশনের আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে জমা দিবেন।

৭. অনলাইন-এ BPSC Form-1 পূরণ পদ্ধতি :

প্রার্থীকে Teletalk BD Ltd.-এর Web Address : http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইট ওপেন করলে ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)-এর Advertisement, অনলাইন-এ আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশাবলি এবং নির্ধারিত application form **(BPSC Form-1) এর রেডিও বাটন দৃশ্যমান হবে।**

Advertisement এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণের বিষয়ে ১২ পৃষ্ঠা সংবলিত বিস্তারিত নির্দেশনা **"৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা ২০১৮-এর আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অননলাইন-এ পূরণ, sms-এর মাধ্যমে 'ফি' জমাদান এবং Admit Card প্রাপ্তি"** সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলি শিরোনামে দেয়া থাকবে। অনলাইন ফরম পূরণের পূর্বে প্রার্থী উক্ত নির্দেশনা অংশটি ডাউনলোড করে প্রতিটি নির্দেশনা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। Application Form (BPSC Form-1) এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে **Application Form for Technical Cadre/Professional Cadre** এর Application Form দৃশ্যমান হবে। প্রার্থী Technical/Professional cadre এর Application Form এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) এর কাঙ্খিত BPSC Form-1 দৃশ্যমান হলে ফরমের প্রতিটি অংশ নির্দেশাবলিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। BPSC Form-1-এর ৩টি অংশ রয়েছে : **Part-1: Personal Information, Part-2: Educational Qualification, Part-3: Cadre Option. BPSC Form-1** পূরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অংশের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং BPSC Form-1 এর প্রতিটি field এ প্রদত্ত তথ্য/নির্দেশনা অনুসরণ করে BPSC Form-1 পূরণ করতে হবে।

৮. ডিক্লারেশন :

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থিতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তাঁর বিরুদ্ধে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। BPSC Form-1 এ প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে সাময়িকভাবে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। পরবর্তী সময়ে উপরোল্লিখিত কোনোরূপ অযোগ্যতা/দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত প্রবেশপত্র ও প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। MCQ type লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যের সপক্ষে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইন-এ পূরণকৃত BPSC Form-1 এর মুদ্রিত (ডাউনলোডকৃত) কপি এই বিজ্ঞাপনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ কমিশনে জমা দিতে হবে। কোনো প্রার্থী অনলাইন-এ BPSC Form-1 এ প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ BPSC Form-1 (applicant's copy) এর মুদ্রিত কপির সঙ্গে যথাযথ সনদ/ প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা স্বাস্থ্য ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বা আবেদন ভুলভাবে পূরণ করলে বা কোনো অযোগ্যতা বা কোনো substantive ত্রুটি ধরা পড়লে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি ৯(৪)(ক)(খ) এর বিধান অনুযায়ী পরীক্ষার ফি জমাদান :

অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র জমা প্রদান সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ application preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র জমা সম্পন্ন হলে প্রার্থী অনলাইন-এ একটি User ID সহ ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি applicant's copy পাবেন। application preview এবং applicant's copy-তে প্রার্থীর ছবি ও স্বাক্ষর অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে। উক্ত applicant's copy প্রার্থীকে প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে। applicant's কপিতে একটি User ID দেয়া থাকবে এবং এই User ID ব্যবহার করে Teletalk BD Ltd. কর্তৃক sms এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি ৯(৪)(ক) অনুযায়ী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যেকোনো Teletalk pre-paid mobile নম্বরের মাধ্যমে sms করে ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার ফি ৭০০/-(সাতশত) টাকা জমা দিবেন। একই বিধিমালার বিধি ৯(৪)(খ) এর বিধানমতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ পরীক্ষার ফি বাবদ ৭০০/-(সাতশত) টাকার পরিবর্তে ১০০/-(একশত টাকা) জমা দিবেন এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে পারবেন। **উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী না হয়েও কোনো প্রার্থী অনলাইন ফরম-এ উক্ত কোটার প্রার্থিতা দাবি করে ১০০/-(একশত) টাকা ফি জমা প্রদান করে ফরম পূরণ শেষে প্রবেশপত্র গ্রহণ করলেও আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের পর সংশোধনের পুনঃ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উল্লিখিত substantive ত্রুটির কারণে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।**

ফি জমা দেয়ার পদ্ধতি :

প্রথম SMS: BCS<space>User ID লিখে send করুন 16222 নম্বরে

Example : BCS QRNTCBTP

Reply : Applicant's Name, (TK-700 (TK-100 for Physically Disabled, Ethnic Minority Group and Third Gender Group Candidates) will be charged as Application Fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS : BCS<Space>Yes<Space>PIN লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS YES 12345678

Reply : Congratulations! Applicant's Name, payment completed succssfully for 39th (special) BCS Examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx).

N.B. : For Lost Password, Please Type BCS<Space>HELP <Space>SSC Board<Space>SSC Roll<Space>SSC Year and send to 16222.

১০. **ছবি (Photo) :** BPSC Form-1এর Part-1, Part-2 এবং Part-3 সাফল্যজনকভাবে পূরণ সম্পন্ন হলে application preview দেখা যাবে। preview এর নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীকে (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) 300×300 pixel এর কম বা বেশী নয় এবং file size 100 KB এর বেশী গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ মাপের **অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা প্রার্থীর রঙিন ছবি** scan করে আপলোড করতে হবে। সাদাকালো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। **Applicant's copy-তে ছবি মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। সানগ্লাসসহ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।** Home page-এর help menu-তে ক্লিক করলে photo এবং signature সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

১১. **স্বাক্ষর (Signature):** Application preview-তে স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) 300×80 pixel এর কম বা বেশী নয় এবং file size 60 KB এর বেশী গ্রহণযোগ্য নয়, প্রার্থীকে এরূপ মাপের নিজের স্বাক্ষর scan করে আপলোড করতে হবে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী applicant's copy-তে স্বাক্ষর মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. **প্রবেশপত্র (Admit Card):**

বিজ্ঞাপনের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা হলে টেলিটক হতে প্রেরিত sms বার্তায় প্রাপ্ত উত্তরে প্রদত্ত একটি User ID এবং Password ব্যবহার করে প্রার্থী তার কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে কোনোরূপ Substantive অযোগ্যতা ধরা পড়লে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে বিজ্ঞাপনের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদের শর্ত মতে প্রবেশপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩. **একাধিক ফরম পূরণ নিষিদ্ধঃ**

কেনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে চূড়ান্তভাবে অনলাইন-এ আবেদনপত্র দাখিল করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করার পর পুনরায় অনালাইন-এ আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একাধিকবার ফরম পূরণ করে একাধিক প্রবেশপত্র গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ায়নের যে কোনো স্তরে তা প্রমাণিত হলে তার সামগ্রিক প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবেন এবং উক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. **BPSC Form-1 প্রাপ্তি এবং নির্দেশিত কাগজপত্রসহ BPSC Form-1 জমাদানঃ** লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০১৮ এর জন্য অনলাইন-এ পূরণকৃত BPSC Form-1(applicant's copy) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত BPSC Form-1(applicant's copy) প্রার্থীগণ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ করে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সনদ/ডকুমেন্টসহ লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে হাতে হাতে জমা দিবেন :

ক. প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ০৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি BPSC Form-1(applicant's copy) এর উপরে বাম পাশে স্ট্যাপলারের সাহায্যে সংযুক্ত করতে হবে।

খ. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

গ. বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এস.এস.সি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। **"O-Level"** এবং **"A-Level"** উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণ। **উল্লেখ্য, বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেফিট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

ঘ. ১. **প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২৬-০২-০২ তারিখের মুঃবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদের সত্যায়িত কপি।**

অথবা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০১-০২-২০০৯ তারিখের মুবিম/সনদ-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পিতা/মাতা/পিতামহ/পিতামহী/মাতামহ/মাতামহীর মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের ২ টি সত্যায়িত কপি।

২. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী প্রার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৭ তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার নাম সংবলিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** সত্যায়িত ২টি কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে প্রার্থীর উপস্থাপিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এক ও অভিন্ন হতে হবে।

৩. কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকায়'** না থাকলে প্রার্থীকে মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত (i) গেজেট ও সাময়িক সনদ অথবা (ii) গেজেট ও বামুস সনদ অথবা (iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৪. মুক্তিযোদ্ধার বয়স ৩০-১১-১৯৭১ তারিখ বা তার পূর্বে ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস ছিল মর্মে মুক্তিযোদ্ধার বয়সের প্রমাণক/ডকুমেন্টস হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্ম তারিখ সংবলিত এস.এস.সি বা সমমানের সনদ, এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট/জন্ম তারিখ সংবলিত প্রামাণিক দলিল আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৫. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী কোনো প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র-কন্যা হলে **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** মুক্তিযোদ্ধার নামের সাথে আবেদনপত্রের পিতার নাম ও ঠিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যা হলে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রার্থীর পিতা/মাতার নাম এবং মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার নাম উল্লেখসহ মুক্তিযোদ্ধার সাথে তার সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রত্যয়ন আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৬. নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৭ তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সনদ ও তথ্য যাচাই বাছাইয়ান্তে নিশ্চিত হয়ে নিয়োগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭. মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী না পাওয়া গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যাগণ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিবেচিত হবেন।

৮. প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থীদের সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপপরিচালক/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত কপি।

৯. তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীদের সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি।

১০. যে সকল প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর রয়েছে সে সকল প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্রের নির্ধারিত স্থানে NID নম্বর উল্লেখ করবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে তা প্রদর্শন করবেন। যে সকল প্রার্থীর NID নম্বর নেই সে সকল প্রার্থী NID প্রাপ্তির পর কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্তসহ NID এর সত্যায়িত কপি জমা দিবেন। তবে NID না থাকার কারণে কোনো প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল হবে না।

১১. লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর BPSC Form-1 এর সাথে মুক্তিযোদ্ধা কোটার সপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সনদের সত্যায়িত কপি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স থাকলে বিজ্ঞাপনের ১৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবে। উপরে ১৪. ঘ(১-৫) উপানুচ্ছেদের বর্ণনামতে মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত সকল তথ্য ও কাগজপত্রসহ মুক্তিযোদ্ধা সনদের দুইটি সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী কোটায় কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার দাবি করে তার সপক্ষে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সনদের মূলকপি নিয়োগের পূর্বে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে নিয়োগ প্রদান করবেন।

ঙ. প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করা হবে না।

চ. তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ।

ছ. বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ১(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বি.এম.ডি.সি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি।

জ. বি.এম.ডি.সি কর্তৃক ইস্যুকৃত সর্বশেষ চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত কপি।

ঝ. এই বিজ্ঞাপনের ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (খ) এবং (গ) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরি থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি।

ঞ. এই বিজ্ঞাপনের ১৮(ছ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে প্রমাণ্য সনদের সত্যায়িত কপি।

ট. এই বিজ্ঞাপনের ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের (ক) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি/ আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কতৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি।

ঠ. মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের পিতা/পিতামহ/পিতামহীর মাতা/ মাতামহ/মাতামহীর মুক্তিযোদ্ধার সনদে উল্লিখিত ঠিকানা আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে মুক্তিযোদ্ধা সনদে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ঠিকানার সপক্ষে এবং পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়নপত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : BPSC Form-1 (applicant's copy) এবং তৎসাথে সংযুক্ত সকল ডকুমেন্টস অনুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্যতা মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যে সকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট-এর কপিসহ BPSC Form-1 (applicant's copy) এর মুদ্রিত কপি লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হবেন তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫. **প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম :** প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ যথাসময়ে প্রদান করা হবে। ওয়েবসাইট থেকে প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে ৩(তিন) কপি দাখিল করতে হবে।

১৬. **অনলাইন-এ BPSC Form-3 পূরণ ও জমাদান :**

লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইন-এ Teletalk BD Ltd এর Web Address: http://bpsc. teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত BPSC Form-3 অনলাইন-এ বাংলায় পূরণ করে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং BPSC Form-1 এ উল্লিখিত প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে sms-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের যথাসময়ে নির্দেশনা প্রদান করা হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইন-এ পূরণকৃত উক্ত সংক্ষিপ্ত ফরম (BPSC Form-3) ডাউনলোড করে এক কপি প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে পূরণকৃত উক্ত BPSC Form-3 এর ২টি কপি আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

১৭. **মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে Applicant's Copy জমাদান :**

কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থী তার অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত Applicant's Copy ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy-এর একটি কপি প্রার্থী তার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং ৩টি কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরমের সঙ্গে প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দিন পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১৮. ক. স্বাস্থ্য ক্যাডার পদের কোড নম্বর অবশ্যই (BPSC Form-1) অনলাইন-এ আবেদনপত্রের Part-3, Cadre option-এর ঘরে উল্লেখ করতে হবে। **অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1)-এর প্রথম অংশের স্থায়ী ঠিকানার (permanent address) district-এর ঘরে নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলার বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে চাকরিতে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।**

খ. BPSC Form-1 এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

গ. BPSC Form-1 এ মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটায় প্রার্থীতা দাবি করে পরবর্তীতে কোনো প্রার্থী কোটার প্রার্থিতার সপক্ষে যাচিত সনদ BPSC Form-1 এর সাথে প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে তবে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বয়স থাকলে তিনি সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ঘ. অনলাইন-এ পূরণকৃত BPSC Form-1 এ মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থীতা দাবি না করলে পরবর্তীতে নতুন করে কোনো কোটার প্রার্থিতা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঙ. BPSC Form-1 এ নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, জন্ম তারিখ ও অন্য কোনরূপ substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে। **কাজেই অনলাইন-এ ফরম পূরণের সময় নাম, জন্ম তারিখসহ প্রতিটি তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেকে পূরণ করতে হবে।**

চ. BPSC Form-1 এ স্থায়ী ঠিকানায় প্রার্থী কর্তৃক উল্লিখিত জেলার প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থাৎ ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমাদানের পর সংগতকারণে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্তন হলেও BPSC Form-1 এ উল্লিখিত স্থায়ী জেলার ভিত্তিতেই প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ছ. প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা (permanent address) যদি ইতঃপূর্বে কোনো সার্টিফিকেটে বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্নতর হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 এর সঙ্গে জমা দিতে হবে।

১৯. প্রার্থীকে অনলাইন-এ ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য এই বিজ্ঞাপনের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত প্রেসক্রাইব্ড অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইন-এ পূরণ করে জমা দিতে হবে। মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে অনলাইন এ মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকযোগে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

২০. প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এস.এস.সি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) হুবহু সেভাবে লিখতে হবে। প্রার্থীর নাম এবং পিতার নাম সঠিকভাবে না লিখলে প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে।

২১. **যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (substantively incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে। substantive ত্রুটি সম্পর্কিত গেজেট নোটিফিকেশন কমিশনের ওয়েবসাইট-এ প্রদান করা হয়েছে।**

২২. মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র/অপসারণপত্র এবং BPSC Form-1 (Applicant's Copy) এর সাথে সংযুক্ত সকল সনদ/ প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত ডকুমেন্টস মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৩. যে সব প্রার্থী ১৪ মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এসআরও নং-১৪২-এল/ ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/৮০, তারিখ ১১ মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (backward section of citizens)-এর অন্তর্ভুক্ত সে সকল প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি (৯) (৪) (খ) এর বিধানমতে বিজ্ঞাপনের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ৭০০.০০ (সাতশত) টাকা ফি-এর পরিবর্তে ১০০.০০ (একশত) টাকা ফি জমা দিতে পারবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সিভিল সার্জন/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 (Applicant's Copy) এর সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

২৪. **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তি/ছাড়পত্র :**

ক. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি/আধাসরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র ফরম ডাউনলোড করে যথাসময়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ করবেন যাতে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে পারেন। **সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

খ. চাকরি হতে অপসারিত (removed) হয়েছেন অথবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থীরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তাদের BPSC From-1 (applicant's copy) এর সঙ্গে চাকরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

গ. কোন প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্র [BPSC From-1 (applicant's copy)] জমাদানের পর মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকরিতে যোগদান করলে বা চাকরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।**

২৫. **MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময় :** ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর MCQ type লিখিত পরীক্ষা ২০১৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ ও সময় যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

২৬. **পরীক্ষার নম্বর বন্টন : মোট নম্বর : ৩০০**

ক. লিখিত পরীক্ষা [MCQ ধরনের] : ২০০

খ. মৌখিক পরীক্ষা : ১০০

মোট= ৩০০

২৭. **লিখিত পরীক্ষা সময়, বিষয়সমূহ এবং নম্বর বন্টন :**

ক. প্রার্থীদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় এবং নম্বর বন্টন অনুযায়ী ২০০(দুইশত) নম্বরের একটি multiple choice question (MCQ ধরনের) লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া হবে ২(দুই) ঘন্টা। Optical mark readable double lithocode এবং barcode সংবলিত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বন্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	মেডিকেল সায়েন্স/ ডেন্টাল সায়েন্স [প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী]	১০০
২.	বাংলা	২০
৩.	ইংরেজি	২০
৪.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০
৫.	আন্তজার্তিক বিষয়াবলি	২০
৬.	মানসিক দক্ষতা	১০
৭.	গাণিতিক যুক্তি	১০
	মোট=	২০০

খ. এই পরীক্ষায় মোট ২০০ (দুইশত) টি MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১(এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা হবে।

২৮. **লিখিত পরীক্ষায় উপযুক্ততা ও কৃতকার্যতা :**

ক. MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার পাশ নম্বর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে, এ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ. যে সকল প্রার্থী MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এবং লিখিত পরীক্ষার পর দাখিলকৃত যাদের BPSC Form-1 সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) এর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। **লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচিত সংশ্লিষ্ট সনদ/ডকুমেন্টস সহ BPSC Form-1(applicant's copy) এর কপি কমিশনে জমা দিবেননা তাদের প্রার্থিতা বাতিল** বলে গণ্য হবে এবং সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

গ. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

২৯. **মৌখিক পরীক্ষা :**

মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ১০০ এবং পাস নম্বর ৫০। **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।**

৩০. **লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :**

ক. বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে উত্তরপত্র প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণ বা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

খ. মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপন থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

৩১. **লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :**

MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস আগামী ১০-০৪-২০১৮ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে। প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ডাউনলোড করতে পারবেন।

৩২. অনলাইন-এ সাক্ষাৎকারপত্র প্রাপ্তি :

মৌখিক পরীক্ষার জন্য কমিশন হতে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে আপলোড করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট হতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ০১ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী স্বহস্তে লিখবেন। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারপত্রসহ প্রার্থী সরকারী কর্ম কমিশনের আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত না হলে কারণ যাই হোক না কেন, উক্ত প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।

৩৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

	ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
১. পুরুষ প্রার্থী :	৫′ (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কে.জি)
২. মহিলা প্রার্থী :	৪′.১০″ (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কে.জি)

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩৪. পরীক্ষাকেন্দ্র :

MCQ type লিখিত পরীক্ষা কেবল ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইন আবেদনপত্রের (BPSC Form-1) part-1 এর personal information-এ Exam Centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত **ঢাকা কেন্দ্রে** প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩৫. এই বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি অনলাইন আবেদনপত্রের [BPSC Form-1 (applicant's copy)] কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। **তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে।**

৩৬. ক. পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের **"পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার),** বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭" এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

খ. প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৭. মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :

ক. কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ সমগ্রী/ডিভাইস বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করলে বা পরীক্ষার হলে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।

খ. বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজাদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং উক্ত প্রার্থীকে সার্ভিসে নিয়োগের পর এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩৮. **বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে।**

[শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে সময় নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে নিজে অনলাইনে যথাযথভাবে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করুন এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ফি সহ জমাদান সম্পন্ন করুন]

[পড়াশুনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন; চাকরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ তদ্‌বির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে]

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [ক্যাডার]।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ অক্টোবর, ২০১৯

বিষয়: নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাগণের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) চূড়ান্ত যৌথ জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে:

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৬১.০১৭.১৮-৫৫৯—উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "নন ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১" এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০১৫.৬১.০১৭.১৮-২৪০ নং স্মারক দ্বারা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) গণের যৌথ জ্যেষ্ঠতা তালিকার খসড়া প্রকাশ করা হয় এবং ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে কর্মকর্তাগণের আপত্তি, অভিযোগ, পরামর্শ, মতামত আহ্বান করা হয়। উক্ত খসড়া তালিকার বিরুদ্ধে কতিপয় কর্মকর্তা লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন। উক্ত আপত্তিসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তাগণের (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) চূড়ান্ত যৌথ জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্র সাথে প্রকাশ করা হলো।

মোহাম্মদ শহীদুর রহমান
সহকারী সচিব (জঃ ব্যঃ-১)।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা) গণের চূড়ান্ত যৌথ জ্যেষ্ঠতা তালিকা:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ (এসএসসি সনদ অনুযায়ী)	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সনদসহ)	বর্তমান ফিডার পদে যোগদানের তারিখ	অন্যান্য পদে চাকরির বিবরণ
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বেগম আবেদা সুলতানা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-০৯-১৯৬১	এইচ.এস.সি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১১-১১-১৯৯৯	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ২৪-০১-১৯৮৪
২	শেখ নাসির উদ্দিন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০-০৮-১৯৬৪	এইচ.এস.সি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১১-১১-১৯৯৯	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ২১-০৫-১৯৮৮
৩	মোহাম্মদ মজিবুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৮-১০-১৯৭৪	বি.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১-০২-২০০৫	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ২০-০৪-১৯৯৯
৪	নীহার রায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১-১২-১৯৮২	বি.এস.সি (সম্মান), এম.এস.সি(গণিত)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩
৫	মনি শংকর রায় ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১-০২-১৯৮৩	বি.এস.সি (সম্মান), এম.এস.সি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩
৬	উত্তম কুমার দাস ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৬-১২-১৯৮৩	বি.বি.এস. (সম্মান) এম.বি.এস.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০৩-০৩-২০১৩
৭	মোঃ সাইফুল আজম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০-০৮-১৯৬৪	বি.এ (সম্মান)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ২২-০৩-১৯৮৯
৮	মোঃ শফিক উল্যাহ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১-০৩-১৯৭১	স্নাতক	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৫-০৬-১৯৯৫
৯	মমতাজ বেগম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-০৫-১৯৬৯	বি.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	ওয়ার্ড প্রসেসর অপারেটর ০১-০৭-১৯৯৭ অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০১-১১-২০০৭
১০	মোঃ ইনায়েত হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮-০১-১৯৭০	বি.এ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৮-০২-১৯৯৯
১১	কাজী শিউলী বেগম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪-০৮-১৯৬৮	বি.এ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৩-০৮-১৯৯৪
১২	আকতার জাহান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬-১০-১৯৭১	বিএসসি (গণিত)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ০৫-০৯-২০০১
১৩	অরবিন্দ দাশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬-০২-১৯৭৮	বি.এ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০৫-০৯-২০০১

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ (এসএসসি সনদ অনুযায়ী)	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সনদসহ)	বর্তমান ফিডার পদে যোগদানের তারিখ	অন্যান্য পদে চাকরির বিবরণ
১৪	মোঃ আজিজুল হক মিঞা প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১-০১-১৯৬৯	এইচ.এস.সি	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহায়ক ০৪-১০-১৯৯৮ অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১০-১২-২০০২
১৫	মোহাম্মদ আব্দুল বারিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১-০১-১৯৭৬	এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০১-১১-২০০৪
১৬	কাজী আক্তার হোসেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২-১০-১৯৭৮	বি.কম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ০১-১১-২০০৪
১৭	মোহাম্মদ কামরুল হাছান পাটওয়ারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭-০৬-১৯৭৯	এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০১-১১-২০০৪
১৮	মোহাম্মদ তোফায়েল আহম্মদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫-০৩-১৯৮০	বি.এস.এস	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ০১-১১-২০০৪
১৯	মোঃ আসাদুজ্জামান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১-০২-১৯৮৬	এম.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০১-১১-২০০৪
২০	নার্গিস সুলতানা প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৫-১০-১৯৭৬	বি.এস.এস (পাস)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ০১-১১-২০০৪
২১	মুহাম্মদ উসমান গণি প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০-০৫-১৯৭৮	স্নাতক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২২	মোঃ আশরাফুল আলম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২-১২-১৯৮১	বি.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৩	মোহাম্মদ ওসমান গণি প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-০৮-১৯৮১	বি.এস.এস(অনার্স) এম.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৪	মোহাম্মদ মেহের মিয়া ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৯-১১-১৯৭৮	বি.এ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১৫-১১-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৫	মোঃ হুমায়ুন কবির প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১-১০-১৯৭৯	এম.এস.সি	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৬	হাফিজা খাতুন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪-১২-১৯৮০	এম.এস.এস (অর্থনীতি)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৭	মোঃ হাইউল ইসলাম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৮-০১-১৯৭৮	বি.এস.এস	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৮	মোহাম্মদ জীবন ইবনে মাসুম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-০৪-১৯৭৯	বি.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
২৯	মোঃ কামরুল ইসলাম গাজী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫-১০-১৯৭৭	বি.এ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
৩০	আহাম্মদ আলী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪-০১-১৯৭৮	এম.এ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
৩১	মোঃ রোস্তম আলী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫-০৪-১৯৭৬	বি.এস.সি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
৩২	মোঃ আনিছুর রহমান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১-০১-১৯৮২	এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
৩৩	মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩১-০১-১৯৭৫	বি.কম (পাস)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	জন্ম তারিখ (এসএসসি সনদ অনুযায়ী)	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সনদসহ)	বর্তমান ফিডার পদে যোগদানের তারিখ	অন্যান্য পদে চাকরির বিবরণ
৩৪	মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩১-০১-১৯৭৭	ডিপ্লোমা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিঃ মুদ্রাঃ ১৫-১২-২০০৪
৩৫	মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২-১০-১৯৭৭	বি.এ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২৪-০৮-২০১৬	ওয়ার্ড প্রসেসর ২৩-১১-২০০৮ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ২৯-১২-২০১১
৩৬	মোঃ হাবিবুর রহমান ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২-০৮-১৯৮৫	বি.বি.এস	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০১-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৬-১০-২০১১
৩৭	আলীমুল রাজী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৫-০৮-১৯৮২	বি.এস.সি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ০১-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৬-১০-২০১১
৩৮	মোঃ শফিকুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-০৯-১৯৮৩	এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৬-১০-২০১১
৩৯	নাদিরুজ্জামান প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২-০১-১৯৮২	বিএসসি (অনার্স) এম.এস.সি (পরিসংখ্যান)	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০১-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৬-১০-২০১১
৪০	মোঃ নূরুজ্জামান হোসেন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৭-০১-১৯৮৩	এম.এস.সি (গণিত)	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৯-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৭-১১-২০১১
৪১	মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১-০১-১৯৮৩	এম.এস.এস	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২৯-১২-২০১৬	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ ১৫-১২-২০১১
৪২	জুলফা আক্তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-০১-১৯৮৬	এম.বি.এস	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১০-০৩-২০১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ১০-০৩-২০১৬
৪৩	মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭-০৮-১৯৮৯	এম.এস.এস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৫-০৭-২০১৮	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৫-০৭-২০১৮

আদেশ

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০২.১৯-৬৯(১)—যেহেতু, জনাব এস এম নাসির উদ্দীন (সাময়িক বরখাস্তকৃত) প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, তিতাস, কুমিল্লা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"এর দায়ে অভিযুক্ত করে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও কতিপয় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০১/২০১৯ রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২,০৮,৬৩৩/- (দুই লক্ষ আট হাজার ছয়শত তেত্রিশ) টাকা উত্তোলন করে তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের মধ্যে বিতরণ না করে তাঁর নিকট প্রায় তিন মাস রেখেছিলেন এবং পরবর্তীতে সাময়িক বরখাস্তের পর তিনি উক্ত টাকা তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের মধ্যে বিতরণ করেন;

যেহেতু, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, কুমিল্লা কর্তৃক উপজেলা নির্বাচন অফিস, তিতাস, কুমিল্লা এর কার্যালয় পরিদর্শনকালে জনাব এস এম নাসির উদ্দিন (সাময়িক বরখাস্তকৃত)- কে বিনানুমতিতে অফিসে অনুপস্থিত [১৫ মে, ২০১৮ থেকে ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত] পান;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত উপরোক্ত দু'টি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, তাঁর কর্তৃক উক্তরূপ সংঘটিত কর্মকান্ড আর্থিক বিধি ও শৃঙ্খলার পরিপন্থি;

সেহেতু, জনাব এস এম নাসির উদ্দীন (সাময়িক বরখাস্তকৃত), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, তিতাস, কুমিল্লা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর ২(খ) অনুযায়ী-

(ক) অনুপস্থিতিকাল ৬৪ (চৌষট্টি) দিনের বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হ'ল।

(খ) তাঁর ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি [২০২০ সাল] স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হ'ল। তিনি বার্ষিক বর্ধিত বেতনের কোন বকেয়া উত্তোলন করতে পারবেন না।

(গ) তাঁর সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার করা হ'ল।

মোঃ আলমগীর
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৮ (বিমা)-৪১৮—যেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম (পরিচিতি নম্বর-১৬৪৮৭), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা গত ১২-০১-২০১৭ তারিখ হতে ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বিধি-বিধান অনুসরণ না করে উপজেলা পরিষদ চত্বরের গাছ কর্তন করা, হাতিয়া উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে লন টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, দোকান ও হলরুম নির্মাণের নামে উপজেলা পরিষদ তহবিল হতে ৪০,০০০০০/- (চল্লিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় করে উপজেলা পরিষদের অর্থ তছরুপ করা এবং হাট-বাজার ইজারার বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ না করে একই মালিক ও সম্পাদকের ২টি স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ইজারা কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ১৩-০২-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৮.১৮(বিমা) -১০৩ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে গত ০৩-০৩-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করলে গত ১৮-০৪-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীকালে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আবু ইউসুফ (পরিচিতি নং-১৬১৮১), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নোয়াখালী অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত অভিযোগ সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন। জনাব খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপনের জন্য গাছ কর্তন করা হয়েছে। উপজেলা অফিসার্স ক্লাব, লন টেনিস কোর্ট, সুইমিংপুল, দোকান ও হলরুম নির্মাণে উপজেলা রাজস্ব তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলের কোনো অর্থ ব্যয় করা হয় নি। সরকারি হাট-বাজার সমূহের ইজারা নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় ২টি পত্রিকায় ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বোপরি কোন ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত উল্লেখ করে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলাটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে হাতিয়া উপজেলার রাজস্ব তহবিল এবং উন্নয়ন তহবিলের ক্যাশবহির (ব্যবহৃত ১২-০১-২০১৭ তারিখ থেকে ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত) ছায়ালিপি, ১২-০১-২০১৭ তারিখ থেকে ০৩-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক স্টেটমেন্ট-এর কপি, উক্ত সময়ের মধ্যে উন্নয়ন তহবিল হতে গৃহীত প্রকল্পসমূহের তালিকা এবং উপজেলা পরিষদের সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত ছায়ালিপি প্রেরণ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার , হাতিয়া, নোয়াখালীকে অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন ও সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ চত্বরে সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করার জন্য সোলার প্যানেলের উপর বিঘ্ন সৃষ্টিকারী গাছের ডালপালা কর্তন করা হয়েছে, উপজেলা উন্নয়ন তহবিল হতে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবে লন টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল, দোকান ও হলরুম নির্মাণের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নি, হাট-বাজার ইজারা প্রদানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় দুইটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য-প্রমাণ, প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় জনাব খোন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম (পরিচিতি নম্বর-১৬৪৮৭)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয় নি;

সেহেতু, জনাব খন্দকার মোহাম্মদ রিজাউল করিম (পরিচিতি নম্বর-১৬৪৮৭)- প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া, নোয়াখালী বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ১০ আশ্বিন **১৪২৬/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯**

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৯.০৩৩.১৮.৮১০—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত)) রহিমা বেগম (১১৩১১) গত ১৬-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ শুক্রবার রাত ১১.৪৬ টায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)।

২। রহিমা বেগম (১১৩১১) গত ০১-০২-১৯৬৫ খ্রিঃ তারিখে ঢাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫-০৬-১৯৮৭ খ্রিঃ তারিখে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক পদে যোগদান করেন এবং ২৪-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

৩। রহিমা বেগম (১১৩১১) দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বামী, দুই পুত্র, এক কন্যা, বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রহিমা বেগম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ২৮ মে ২০১৯ খ্রি

নং-বিচার-৭/২এন ৪৬/৭৬ (অংশ-২)-২৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-মৃত মোঃ বদিউর রহমান, মাতা-মাফিয়া আক্তার, গ্রাম-চাঁন্দুল, ডাকঘর-মিয়া বাজার, উপজেলা- চৌদ্দগ্রাম, জেলা-কুমিল্লা)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলা চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ০২ নং উজিরপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। বা উপযুক্ত কারণ সাপেক্ষে বাতিল/ স্থগিত করিতে পারবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০২২.২০১৬/৩০৪—যেহেতু; জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ছুটির আবেদন করে ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। ফলশ্রুতিতে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০৭-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১১.১১.১৭৩.১৩-২৪১ সংখ্যক স্মারকে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়;

২। যেহেতু; জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০২২.২০১৬-৩২৮ সংখ্যক স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নসহ রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৩। যেহেতু; অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোনো জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "উক্ত ঠিকানায় লোক না থাকায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ সিরাজুল হক, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৪। যেহেতু; তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৪-০৪-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। অভিযুক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি; তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১)(ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু; জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

৬। যেহেতু; বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালেচনা করে সরকরি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস কে "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদন্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৭। সেহেতু, জনাব মোঃ মামুন বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), বিভাগ-৪, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও (ডিজারশন) অর্থাৎ "পলায়ন"এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৮.২০১৬/৩০৫—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় তাইওয়ানে পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে তার অনুকূলে ০৫(পাঁচ) বছরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি শিক্ষা ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং ৩১-০৭-২০১৪ খ্রি. তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন সরকারি আদেশ ভঙ্গ করেছেন এবং অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন, সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী (ডিজারশন) অর্থাৎ "পলায়ন"এর অভিযোগে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৬-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৮.১৬-৬২ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নসহ রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৩। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "উক্ত ঠিকানায় প্রাপককে খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত"এবং "খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠ তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য মোসাঃ সুরাইয়া বেগম, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৪-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত (ডিজারশন) অর্থাৎ "পলায়ন"এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। জারীকৃত নোটিশটি "প্রাপককে ঠিকানায় খুজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। অভিযুক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি; তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৫। যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) কে "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুল মতিন কে "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল মতিন কে "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

৭। সেহেতু; বর্ণিত অবস্থায়, জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল), (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী (ডিজারশন) অর্থাৎ "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (১) (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত"(Dismissal from service)করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ আশ্বিন ১৪২৬/২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ১৪.০০.০০০০.০০৬.৯৯.০০৭.১৯.২৫২—জনাব হুসেন সৈয়দ গওহর, প্রশিক্ষক, পোস্টাল একাডেমি, রাজশাহী তার আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক জবাবে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ০৫-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সাক্ষাত করেন। সচিব মহোদয় জনাব হুসেন সৈয়দ গওহরের বক্তব্য শুনেন। বক্তব্যে জনাব হুসেন সৈয়দ গওহর উল্লেখ করেন যে, ১২-০২-২০১৯ খ্রিঃ হতে ০৭-০৩-২০১৯ পর্যন্ত তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ভিসা প্রাপ্তির অপেক্ষায় থাকেন। পরবর্তীতে ভিসা না পাওয়ায় বিদেশ গমন অনিশ্চিত হওয়া মাত্রই ০৭-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিষয়টি তাৎক্ষণিক ভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন এবং প্রেষণাদেশ বাতিল করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর আবেদন দাখিল করেন।

অতঃপর ১৬-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের কর্মস্থলে যোগদানের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ১৮-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নিজ কর্মস্থলে যোগদান করেন। গত ০৭-০৩-২০১৯ হতে ১৮-০৪-২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অনুপস্থিতিকাল তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না বলে তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন। এ নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত ঘটনার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে লজ্জিত, অনুতপ্ত ও দুঃখিত।

ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে যত্নবান থাকবেন মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করায় এ বিভাগের সচিব মহোদয় সদয় হয়ে কর্মকর্তার ১২-০২-২০১৯ হতে১৭-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সময়কে অর্জিত ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

এমতাবস্থায়, জনাব হুসেন সৈয়দ গওহর, প্রশিক্ষক, পোস্টাল একাডেমি, রাজশাহী এর ১২-০২-২০১৯ হতে১৭-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সময়কে অর্জিত ছুটি হিসেবে নির্দেশক্রমে মঞ্জুরি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাজ্জাদ হোসেন
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৯

নং ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১০.১৯.২৬১—কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব পুষ্পেন্দু বড়ুয়া (পরিচিতি নং-২২৮২), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় (মামলা নং-০৯/২০১৯) মামলা রুজু করা হয় এবং মামলা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। তাঁকে কর্মরত রেখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সঠিক চিত্র না পাওয়ার আশংকা থাকায় জনাব পুষ্পেন্দু বড়ুয়া (পরিচিতি নং-২২৮২), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ১২(১) অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। ইহা আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

নং ১২.০০.০০০০.০৫৫.২৭.০১০.১৯.২৬৩—কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নং-২৭০৮), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, টেকনাফ, কক্সবাজার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় (মামলা নং-০৭/২০১৯) মামলা রুজু করা হয় এবং মামলা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। তাঁকে কর্মরত রেখে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সঠিক চিত্র না পাওয়ার আশংকা থাকায় জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নং-২৭০৮), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, টেকনাফ, কক্সবাজার কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ১২(১) অনুযায়ী সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) প্রাপ্য হবেন।

৩। ইহা আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নাসিরুজ্জামান
সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মবিঅ-১ শাখা

আদেশ

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৬/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

নং ৩২.০০.০০০০.০২৮.২৮.০৪৬.১৭-৩৭২—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১-০৯-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৩.১৫.০০১.১৭-২৩৭ সংখ্যক পত্রের আলোকে নিম্নবর্ণিত দপ্তর প্রধানের পদকে নিম্নোক্ত শর্তে গ্রেড-১ এ উন্নীত করার সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি:

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পদনাম
১।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

২। (ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি/প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি/প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন না করা পর্যন্ত সরকার উপর্যুক্ত কর্মকর্তাদের বর্ণিত পদে পদায়ন করতে পারবে;

(খ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে;

(গ) এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিগত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অদ্য ৩০-০৯-২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর করা হবে।

শারাবান তাহুরা
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ শাখা
আদেশ
তারিখ: ২১ ভাদ্র, ১৪২৬/০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

নং ৪১.০০.০০০০.০১৯.১৪.০০২.১২-৮০১—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১-০৯-২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৩. ১৫.০০১.১৭-২৩৭ সংখ্যক পত্রের আলোকে নিম্নেবর্ণিত দপ্তর প্রধানের পদকে নিম্নোক্ত শর্তে গ্রেড-১ এ উন্নীত করার সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো:

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পদনাম
১।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

শর্তসমূহ:

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি/প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি/প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন না করা পর্যন্ত সরকার উপর্যুক্ত কর্মকর্তাদের বর্ণিত পদে পদায়ন করতে পারবে;

(খ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে;

(গ) এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিগত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

মোহাম্মদ জিয়াউল হক
উপসচিব (প্রশাসন-৪)।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪২৬/২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.১৯-২৩২—যেহেতু, জনাব মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৭), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সড়ক সার্কেল, কুষ্টিয়া গত ২৪-১২-২০১৫ থেকে ১০-০৮-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ১০-০৭-২০১৭ তারিখ 'সিরাজগঞ্জ জেলার সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের অনিয়ম ও দুর্নীতি' বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষনপূর্বক সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশের ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন/ মতামত প্রদানের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক গঠিত সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের মনিটরিং টীম প্রধান-কে আহবায়ক করে এ বিভাগের ২৫-০৯-২০১৭ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮. ২৭. ০০৪.১৭-২৯২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

এবং

যেহেতু, তদন্ত কমিটি কর্তৃক গত ০৭-০৮-২০১৮ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৯.২৭.০৮০.১৬-৫৭৫ সংখ্যক স্মারক মারফত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে OTM-এর মাধ্যমে ৫টি এবং RFQ-এর মাধ্যমে ৫টি সহ মোট ১০টি সম্পাদিত কাজে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে অন্যান্য বছরের বকেয়া পরিশোধ ও Deligation of Financial Powers অনুযায়ী আর্থিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম এবং পিপিআর, ২০০৮ লংঘন করে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে;

এবং

যেহেতু, তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ হতে ই-জিপি Open Tendering Method (OTM) পদ্ধতিতে সম্পাদিত ৫টি কাজের বকেয়া ৪০,৫২,৬৪৮.৭০ (চল্লিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত আটচল্লিশ দশমিক সত্তর) টাকা এবং Request for quotation (RFQ)পদ্ধতিতে ক্ষেত্রবিশেষে ০২-০৫ বছর পূর্বে সম্পাদিত ৫টি কাজের ২৩,১৩,৩৮৪.৮০ (তেইশ লক্ষ তের হাজার তিনশত চুরাশি দশমিক আশি) টাকাসহ সর্বমোট ৬৩,৬৬,০৩৩.৫০ (তেষট্টি লক্ষ ছিষট্টি হাজার তেত্রিশ দশমিক পঞ্চাশ) টাকা বকেয়া পরিশোধ করেছেন, যা সরকারি ক্রয়ে আর্থিক বিধি বিধান লংঘনের সামিল এবং এ বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রের সুস্পষ্ট লংঘন;

এবং

যেহেতু, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর), ২০০৮-এর বিধান অনুযায়ী Direct Contracting Method (DCM)এর মাধ্যমে ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর সর্বোচ্চ আর্থিক ক্ষমতা প্রতিক্ষেত্রে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি ৩৫টি কাজের প্রত্যেকটিতে প্রায় ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা করে মোট ৩৪,৯৫,০১৯.৭৯ (চৌত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার উনিশ দশমিক ঊনআশি) টাকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন, যা আর্থিক বিধিমালার সুস্পষ্ট লংঘন। Deligation of Financial Powers অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী প্রতিক্ষেত্রে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা করে বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ব্যয় করতে পারেন। কিন্তু Direct Cash Purchase (DCP)এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজসমূহের ক্ষেত্রে ৫৩টি কাজে আপনি আর্থিক ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে সরাসরি ক্রয়ের বিল প্রদান করে ২৫,৪৬,৯৭৩.১৫ (পঁচিশ লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার নয়শত তিয়াত্তর দশমিক পনেরো) টাকার কার্য সম্পাদন করেছেন;

এবং

যেহেতু, তার এহেন কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর), ২০০৮ ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Deligation of Financial Powers), ২০১৫ এবং এ বিভাগের বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রে প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপন্থী;

এবং

যেহেতু, সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কর্তব্য কাজে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন;

এবং

যেহেতু, তার উপর্যুক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ;

এবং

যেহেতু, তার উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ এর পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা (নম্বর ০১/২০১৯) রুজু করা হয়;

এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কিনা কিংবা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

এবং

যেহেতু, তিনি গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখ তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ১৬-০৪-২০১৯ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের প্রাক্তন উপসচিব বর্তমানে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল-কে গত ০৭-০৫-২০১৯ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর তিনটি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১৮-০৭-২০১৯ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল (পরিচিতি নম্বর ০০১০২৭), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সড়ক সার্কেল, কুষ্টিয়া (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগ)-এর আনীত অসদাচরণ এর তিনটি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) ঘ-তে বর্ণিত বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ অর্থাৎ বর্তমান বেতন গ্রেডের এক ধাপ নিম্নে অবনমিত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪২৬/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৭০.১৮-৪০৬—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৭৯৮১ মেজর সোহেল রানা প্রিন্স, পিপিএম, আর্টিলারি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত কর হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৬/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৬.০৮৪.০১৮.০৩.০০.০০৬.২০১২-২২০—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন) এর ৬(১)খ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব মিজ সুলেখা রাণী বসু কে রাজশাহী ওয়াসা বোর্ডে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সামছুল হক
উপসচিব।

উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ আশ্বিন, ১৪২৬/১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৯.২০১৭-৭৯৫—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শরীফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সাময়িক বরখাস্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা বান্দরবান জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট) প্রকল্পের অধীন বান্দরবান জেলার কার্যাদেশকৃত প্যাকেজ নং-(১) W-B BAN-Nai-UZR/03H, PO: 1197869, date: 10-04-2016, টাকার পরিমাণ: ৩২,৭০,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা (২) W-B BAN-Nai-UZR/03J, PO: 1197870, date: 10-04-2016, টাকার পরিমাণ: ৩৫,৫৫,০০০/- (পয়ত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা (৩) W-B BAN-Nai-UZR/03F, PO: 1197871, date: 11-04-2016, টাকার পরিমাণ, ৩১,৯৫,০০০/- (একত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১,০০,২০,০০০/- (এক কোটি বিশ হাজার) টাকার জাল পে-অর্ডার গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনি দরপত্রের বিপরীতে মোট ১,৬৯,১৫,০০০/- (এক কোটি ঊনসত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকার জাল ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে অবৈধভাবে আর্থিকভাব লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিকাদারকে ১০% Mobilization Advance প্রদান করেছেন; এবং যেহেতু, আপনি প্যাকেজ নং W-B-BAN-Nai-UZR/03G, PO: 0953637, date: 06-06-2016 টাকার পরিমাণ: ৩৭,৫০,০০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ভূয়া পে-অর্ডার গ্রহণ করে কার্যাদেশ প্রদান করেছেন ও ঠিকাদারকে ১ম চলতি বিল বাবদ সম্পাদিত কাজের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নে ADB Guidelines ও পিপিআর-২০০৮ এর নীতিমালা অনুসরণ না করে অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সাথে পারস্পরিক যোগসাজসে বর্ণিত নীতিমালায় ব্যত্যয় করে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। উল্লিখিত অভিযোগে আপনি জনাব মোঃ শরীফ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগে গত ১৭-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৯.২০১৭-৪২৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ শরীফ হোসেন, (নির্বাহী প্রকৌশলী) (সাময়িক বরখাস্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা- কে বিভাগীয় মামলা রুজুর কারণে গত ২০-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.০২৭.০০৯.২০১৭-৮৮৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন অনুসারে আপনাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় আপনার দাখিলকৃত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধিতে বর্ণিত লঘুদণ্ড হিসেবে তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হলো। একইসাথে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-১৪ এর উপবিধি(২) এবং বিএসআর পার্ট-১ এর ৭২ নং বিধির (খ) অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করে বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৬/২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০৫.০৪.২০১৫-৬১২—চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ৫(১)(ঠ) এবং ৫(২) ধারা অনুযায়ী চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম, চেয়ারম্যান, বিল্ড, চট্টগ্রাম-কে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে সরকার ০৩ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করলেন।

০২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শ্যামলী নবী
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪২৬/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং সবিম/শাঃ৩/ লোকাশি-২৭/০৯/১৬৪—বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ এর ৬ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সরকার নিম্নরূপভাবে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠন করল :

চেয়ারম্যান

১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

সদস্যবৃন্দ

২) বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন, ১৭২ মুন্সিগঞ্জ-২, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

৩) জনাব লিয়াকত হোসেন খোকা, ২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

৪) জনাব অসীম কুমার উকিল, ১৫৯ নেত্রকোণা-৩, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

৫) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা

৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

৯) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

১০) ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১১) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা)।

১২) জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ

১৩) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উপসচিব

১৪) জনাব মোহাম্মদ আবুল হাসেম খান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

১৫) জনাব চন্দ্র শেখর সাহা, বিশিষ্ট লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী এবং গবেষক।

১৬) মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বিএফইউজে এর সভাপতি এবং লোক ও কারুশিল্প অনুরাগী।

সদস্য-সচিব

১৭) পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

২। উক্ত পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৮নং আইন)'র ৫-৮ ধারায় প্রতিফলিত কার্যাবলীর আলোকে কার্য সম্পাদন করবেন।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের ০৩-১২-২০১৪ তারিখের সবিম/শাঃ ৩/ লোকাশি-২৭/০৯/৫৬৬ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সায়মা ইউনুস
যুগ্মসচিব।

শাখা-৬

সংশোধিত প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ আশ্বিন ১৪২৬/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০০৬.৩১.২০০৯-৩২১—১৯৬৮ ইং সালের (১৪নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানা	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং (বি.আর.এস)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	এন. এন. পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, পৌরসভা-মুক্তাগাছা, উপজেলা-মুক্তাগাছা, জেলা-ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	১/১	৯১৮	২.০৬৮৫ একর মধ্যে ০.১০০০ একর	উত্তরে-এন. এন. পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। দক্ষিণে-পুকুর। পূর্বে-মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স। পশ্চিমে-এন. এন. পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যাঃ শ্রেণিকক্ষ।	বাংলাদেশ সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ।	হ্যাঁ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাদিরা সুলতানা
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ আশ্বিন ১৪২৬/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.২৬.২১৬.১৯-৩১৯—১৯৬৮ ইং সালের (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হইল :

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা?	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	মিয়া বাড়ি সংলগ্ন ঐতিহাসিক মসজিদ ওয়ার্ড/গ্রাম-ভান্ডারিয়া উপজেলা/থানা-ভান্ডারিয়া জেলা-পিরোজপুর।	২১ নং ভান্ডারিয়া	১২০৬ ২২১৭ ২২১৮ ২২২৩	৯৩	০.০৪ একর	উত্তরে-লতিফ মিয়া দক্ষিণে-রশিদ মিয়া পূর্বে-কবরস্থান পশ্চিমে-সামজিদ মিয়া	R.t মোজাফফর আলী গং ১	হ্যাঁ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাদিরা সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ২৮ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০০৬.১৭-৩১৪—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	মোট খতিয়ান	উপজেলা	জেলা
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	ইয়াকুবপুর	৭০	২৮৪	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০২	জোতকৃষ্ণাই	৯৮	১৮৫	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৩	দোয়াপুর	১১৯	১৮৭	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৪	শিবকুড়ি	১৪২	১৪২	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৫	শিমুলবাড়ী	০২	১৭৭	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৬	খিয়ার মির্জাপুর	৩৩	২২৩	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৭	কামালপুর	৭১	১৯৭	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৮	রসুলপুর	৭২	১১০	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৯	মাড়াষ	৭৩	২২৫	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১০	বড় হাতীশাল	১০৯	১২৮	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	চকবয়রা	১০	১৩৫	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১২	উত্তর জয়দেবপুর	২২	২৪৯	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৩	হরিপুর	৩০	২৯৩	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৪	জয়রামপুর	৩৪	৩৩১	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৫	মারুপাড়া	৩৭	৩১৭	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৬	ভেলামারী	৩৮	১৪০	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৭	সাতপাড়া	৪০	৩৪১	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৮	চাঁদপাড়া	৪৪	৩১৭	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
১৯	কুমরিয়া	৪৮	৩৫৩	ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর
২০	মানিকবাটী	৭	৪৩১	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
২১	বসন্তপুর	৪৯	২৯০	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
২২	লোহাকরঞ্জি	৬	২৭৩	হাকিমপুর	দিনাজপুর
২৩	লক্ষিকোল	৯	২৬৯	হাকিমপুর	দিনাজপুর
২৪	বিশাপাড়া	১৮	৩৬৭	হাকিমপুর	দিনাজপুর
২৫	পাইকপাড়া	২৮	৫৫৩	হাকিমপুর	দিনাজপুর
২৬	ষষ্টিপাড়া	৩০	৪১৮	হাকিমপুর	দিনাজপুর
২৭	বেলাই	৭১	১৭২	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৮	উত্তর ভবানীপুর	৪৯	২৬০	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৯	উলটগাঁও	৪২	৩৬২	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৩০	চকদেওতৈড়	৮২	২০৬	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৩১	বেলবাড়ী	১৮	২১৮	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৩২	হাড়গাঁও	২২	১৯৪	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৩৩	বারবীরগাঁও	২৬	১৭৭	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
৩৪	কামালপুর	৪৭	২২৪	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০৪৭.১৯-৩১৫—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	মোট খতিয়ান	উপজেলা	জেলা	মন্তব্য
০১	ভুলইন	১৫১	৩৬৮	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১৩৩৩/১৪, ১৩৩৪/১৪ ও ১৩৩৫/১৪ নম্বর রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ২১৫ ও ৩৫৯ নম্বর খতিয়ান সহ মোট ০৫টি খতিয়ান ব্যতীত।
০২	লাকসাম	২০৫	২৪৩০	লাকসাম	কুমিল্লা	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আশ্বিন ১৪২৬/১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ২০.০০.০০০০.৩০৩.৩২.১৫০.১০-৩৮৫—যেহেতু, পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী প্রধান) বেগম মাসহুদা আমাতুল্লাহ (০৫১১) এর বিরুদ্ধে ২২-০১-২০১৯ হতে ৩০-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০২ মাস ০৯ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(চ) অনুযায়ী পলায়ন (desertion) এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৯ রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে অভিযুক্তের লিখিত জবাব তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত অভিযোগনামায় লিখিত জবাবে অভিযোগ স্বীকার করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলাটি তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত পলায়ন (desertion) এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২২-০১-২০১৯ হতে ৩০-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০২ মাস ০৯ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানের জন্য পলায়ন (desertion) এর দায়ে দোষী হন। তাঁর পারিবারিক সমস্যা ও যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা জটিলতার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৫)(ঘ) মোতাবেক একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(১)(ঘ) অনুযায়ী ০২ (দুই) বছরের জন্য তাকে বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ করে লঘুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এবং

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা পরিকল্পনা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী প্রধান) বেগম মাসহুদা আমাতুল্লাহ (০৫১১) এর ২২-০১-২০১৯ হতে ৩০-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০২ মাস ০৯ দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতিকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুরপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৫)(ঘ) মোতাবেক একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(১)(ঘ) অনুযায়ী তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করে তার বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ করা হলো। আরোপিত দণ্ড ০২ (দুই) বছরের জন্য বহাল থাকবে। উক্ত অবনমিতকরণকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল আমিন
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৬/২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.১৯-৭৮৩—চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-২০, তারিখ : ০৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্যভুক্ত হয়ে সংগঠনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত ও লিপ্ত থাকার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলরুবা খাতুন
সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪২৬/২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩২.১৭(অংশ-১)-১০২—যেহেতু, ডাঃ হংসুপতি সিকদার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)' বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে অত্র বিভাগের গত ১৯-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭. ২৭.০৩২.১৭ (অংশ-১)-৫৩ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তাও জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ১৯-০৯-২০১৯ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্তের জবানবন্দি, কনডাক্টিং অফিসার এর বক্তব্য, উপ-পরিচালকের প্রতিবেদন ও নথিপত্র পর্যালোচনায় অভিযোগেরর ভিত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ হংসুপতি সিকদার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), পিরোজপুর সদর, পিরোজপুরকে তাঁর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)' বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' এর অভিযোগে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
আদেশাবলী

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪২৬/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৯-৫২৩—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আঃ কাদের (১৩০৭১৬), মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট গত ০১-০৯-২০১৬ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১১-০৩-২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২১.২০১৯-১৩৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আঃ কাদের (১৩০৭১৬), মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট জানান যে, গত ২৯-১১-২০১৮ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করেন। বিভাগীয় মামলায় তাকে ০১-০৯-২০১৬ তারিখ হতে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত আছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গত ২৯-১১-২০১৮ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করায় আবেদনের তারিখ হতে তিনি আর সরকারি চাকরিতে নেই।

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আঃ কাদের (১৩০৭১৬), মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, বাগেরহাট গত ২৯-১১-২০১৮ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি প্রদানের জন্য আবেদন করায় আবেদনের তারিখ হতে তিনি আর সরকারি চাকরিতে নেই বিধায় এজন্য আনীত অভিযোগ ০১-০৯-২০১৬ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির বিষয়ে তাকে গত ০১-০৯-২০১৬ তারিখ হতে ২৮-১১-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করে তার সরকারি চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অব্যাহতির আবেদনটি পার-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করে তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৯-৫২৪—যেহেতু, ডাঃ নাহিদ চৌধুরী (১৩১৩৯৬), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, লাখাই, সিলেট গত ০১-০২-২০১৭ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১১-০৩-২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২১.২০১৯-১৩২ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ নাহিদ চৌধুরী (১৩১৩৯৬), ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এজন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ নাহিদ চৌধুরী (১৩১৩৯৬), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, লাখাই, সিলেট এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তাঁর গত ০১-০২-২০১৭ হতে আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০১ আশ্বিন ১৪২৬/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৯-৫২৬—যেহেতু, ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩), ডেপুটি সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল (প্রাক্তন সহকারী সার্জন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি নং-৬৮৪/১৮ জনাব মোঃ সাগর এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গুরুতর অসুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও গত ০৯-০২-২০১৮ ও ১৪-০২-২০১৮ তারিখে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রেফার করেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে হাজতি মোঃ সাগর তার স্ত্রীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক ব্যবসা করেন এবং এ বিষয়ে গত ১০-০৩-২০১৮ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'কারাগারে বসেই হাজতির ইয়াবা ব্যবসা' শিরোনামে ০১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়' বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৬-০২-২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০৯.২০১৯-১০৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৭-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাজতি নং-৬৮৪/১৮ জনাব মোঃ সাগর এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গুরুতর

অসুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও গত ০৯-০২-২০১৮ ও ১৪-০২-২০১৮ তারিখে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করে হাজতি মোঃ সাগর তার স্ত্রীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অবৈধভাবে মাদক ব্যবসা করেন এবং এ বিষয়ে গত ১০-০৩-২০১৮ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'কারাগারে বসেই হাজতির ইয়াবা ব্যবসা' শিরোনামে ০১টি সংবাদ প্রকাশিত হয়' অভিযোগের বিষয়ে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস (১১১৫২৩), ডেপুটি সিভিল সার্জন, টাঙ্গাইল (প্রাক্তন সহকারী সার্জন, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার) এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আংশিক প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০১ (এক)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪২৬/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৯-৫২২—যেহেতু, ডাঃ রশ্মি বড়ুয়া (১২১০৫৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম দীর্ঘ দিন যাবত কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১১-০৩-২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২১.২০১৯-১৪১ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ রশ্মি বড়ুয়া (১২১০৫৭) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ রশ্মি বড়ুয়া (১২১০৫৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০৩ (তিন)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তাঁর ১৪-০৫-২০১৯ তারিখ হতে বিভাগীয় মামলার প্রয়োজনে আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তাঁর গত ২১-০৫-২০১৭ হতে ১৩-০৫-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২১.২০১৯-৫২১—যেহেতু, ডাঃ খাদিজা নাজনীন (১২৮০১৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বোরহানউদ্দিন, ভোলা গত ২০-০৯-২০১৪ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২০-০৩-২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২১.২০১৯-১৬৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ খাদিজা নাজনীন (১২৮০১৫) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ খাদিজা নাজনীন (১২৮০১৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বোরহানউদ্দিন, ভোলা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০৪ (চার)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০৪ (চার) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তাঁর ০১-০৪-২০১৯ তারিখ হতে বিভাগীয় মামলার প্রয়োজনে আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তাঁর গত ২০-০৯-২০১৪ হতে ৩১-০৩-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ মুজিবর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[শুল্ক]

বিশেষ আদেশাবলি

তারিখ : ১০ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১২০/২০১৯/কাস্টমস/৫৪৮** ।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স স্কাইলাক্স ডিউটি ফ্রি শপ (বণ্ড লাইসেন্স নং-৭৬৭/কাস-পিবিডব্লিউ, তাং-২৫-০১-১২) এর অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো :

ক্র. নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১।	লিকার	১৮০,৫৫০.২৪
২।	টোবাকো	৩৪০,৮৪৩.৩৬
৩।	টয়লেট্রিজ	২৪,১৪৪.৯৬
৪।	ফুড	১৪,৭৭১.৪৪
	সর্বমোট=	৫৬০,৩১০.০০

শর্তাবলী :

(ক) অনুমোদিত প্রাপ্যতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট থেকে কার্যকরী মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হলো;

(খ) পণ্য ইন্টু বন্ড ও এক্স বন্ড যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে ইন্টু বন্ড ও এক্স বন্ড সম্পন্নের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তার সমন্বয়ে যৌথ স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

তারিখ : ০৭ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১৫/২০১৯/শুল্ক/৫৪৯** ।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দর সংরক্ষিত এলাকার চবক ব্যাগেজ শেডে অবস্থিত মেসার্স পোর্টল্যান্ড সার্ভিসেস লিঃ (বণ্ড লাইসেন্স নং-এস-৪-৩২/বন্ড/৮৪, HB301PS03284, তাং ১৬-০৮-১৯৮৪ খ্রিঃ) নামীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত পণ্যসমূহ) নির্ধারণ করা হলো :

ক্রমিক নং	আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডঃ)
১।	প্রভিশন, ফুড ও বন্ডেড স্টোর (Provision, Food & Bonded Stores);	৮৭,৫০০.০০
২।	বিদেশগামী জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সর্বপ্রকার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (সিগারেট, টোবাকো, এ্যালকোহলিক বেভারেজ, প্রসাধন সামগ্রী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম);	৩,৫০,০০০.০০
৩।	অন্যান্য	৬২,৫০০.০০
	মোট=	৫,০০,০০০.০০

তারিখ : ০৯ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১৬/২০১৯/শুল্ক/৫৫৪** ।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর (বন্ড লাইসেন্স নং-১৮৮৯/কাস-এস বি ডব্লিউ/ ২০১৮, তাং-১৫-০৩-২০১৮) বিপরীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা হলো।

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১।	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	১,৫০,০০০.০০
২।	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১,০০,০০০.০০
৩।	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	২৫,০০০.০০
৪।	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	২৫,০০০.০০
	সর্বমোট	৩,০০,০০০.০০

শর্তাবলী :

(ক) অনুমোদিত প্রাপ্যতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনারেট থেকে কার্যকরী মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করা হলো;

(খ) পণ্য ইন্টু বন্ড ও এক্স বন্ড যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সে লক্ষ্যে ইন্টু বন্ড ও এক্স বন্ড সম্পন্নের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তার সমন্বয়ে যৌথ স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুলতান মোঃ ইকবাল
সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ১৯ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং আর-৬/৭এন-৪১/২০১৯-৩৯৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব হাজেরা পারভীন, পিতা-মৃত এ, কে, এম আনোয়া উল্যা-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফজলে এলাহী ভূইয়া
উপসচিব (প্রশাসন-২)।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
পাট-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৪.০০.০০০০.১১৯.২৩.০০২.১৯-২৮৬—বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬ মার্চ **"জাতীয় পাটদিবস"** উদ্‌যাপন এবং উক্ত তারিখ থেকে ৩(তিন) দিনব্যাপী বহুমুখী পাটজাত পণ্যের মেলা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নিম্নরূপ **"জাতীয় কমিটি"** গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
(৩) মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(৪) সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
(৫) রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, আপন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
(৬) গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
(৭) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৮) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(৯) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(১০) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(১১) মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর
(১২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(১৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
(১৪) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
(১৫) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
(১৬) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
(১৭) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(১৮) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
(১৯) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
(২০) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(২১) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
(২২) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
(২৩) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(২৪) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(২৫) ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
(২৬) মহাপরিচালক, র‍্যাব
(২৭) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন/ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
(২৮) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
(২৯) চেয়ারম্যান, বিজেএমসি
(৩০) মহাপরিচালক, বিজেআরআই
(৩১) মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর
(৩২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন
(৩৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
(৩৪) মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
(৩৫) ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
(৩৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)
(৩৭) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব
(৩৮) সভাপতি, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
(৩৯) সভাপতি, বিজেএ/বিজেএসএ/বিজেএমএ/বিজেজিইএ
(৪০) মহাসচিব, বিএলজেএমএ
(৪১) চেয়ারম্যান, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ
(৪২) সভাপতি, বাংলাদেশ অটো রাইস মিলস্ ওনার্স এসোসিয়েশন
(৪৩) সভাপতি, বাংলাদেশ পাটচাষি সমিতি
(৪৪) সভাপতি, কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
(৪৫) সভাপতি, বেসরকারি রেডিও মালিক সমিতি
(৪৬) সভাপতি, বেসরকারি টেলিভিশন মালিক সমিতি

সদস্য-সচিব

(৪৭) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) জাতীয় পাটদিবস উপলক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন;

(খ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শিরীন সুলতানা
সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪২৬/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং **১২.০০.০০০০.০২৭.১৮.০০৮.১৭-৪১২**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৩. ১৫.০০১.১৭-২৩৭ নম্বর স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান এর পদকে নিম্নোক্ত শর্তে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণের সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি :

(ক) সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি/প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি/ প্রবিধানমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন না করা পর্যন্ত সরকার উপযুক্ত কর্মকর্তাদের বর্ণিত পদে পদায়ন করতে পারবে;

(খ) চাকরি বেতন ও ভাতাদি আদেশ, ২০১৫ এর ১৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল প্রাপ্তির জন্য প্রযোজ্য চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে;

(গ) এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিগত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

২। পদ উন্নীতকরণের ব্যয়ভার বিএডিসি'র রাজস্ব বাজেটের সংশ্লিষ্ট খাত হতে মিটানো হবে।

৩। এ আদেশ, জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ মনিরুজ্জামান
উপসচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৭ আশ্বিন ১৪২৬/০২ অক্টোবর ২০১৯

নং **৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৫.১৯-১৮৪**—২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্প' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এপ্লাইড সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। অধ্যাপক ড. মোঃ সেকুল ইসলাম, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান খান, তড়িৎ ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩। অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া, চেয়ারম্যান, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজী বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৪। মোঃ রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং **৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৫.১৯-১৮৫**—২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্প' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য এগ্রিকালচার এন্ড এনভায়রণমেন্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। অধ্যাপক ড. পরিমল কান্তি বিশ্বাস, এগ্রিকালচার বোটানী বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩। অধ্যাপক ড. রেজওয়ান হোসেন ভূঁইয়া, চেয়ারম্যান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৪। মোঃ রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং **৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৫.১৯-১৮৬**—২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্প' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ফিজিক্যাল সাইন্স বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কাশেম মিয়া, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩। অধ্যাপক ড. অজিত কুমার মজুমদার, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৪। মোঃ রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং **৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৫.১৯-১৮৭**—২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা ও উন্নয়নমূলক (R&D) প্রকল্প' অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য **জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও পুষ্টিবিদ্যা** বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। ড. শাহানা পারভীন,চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ধানমন্ডি, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৩। মোঃ রবিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং **৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৬.১৯-১৮৮**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। মোঃ নূরুল আলম, পরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

৩। ড. মোঃ খোরশেদ আলম, পরিচালক, জীববিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।

৪। ড. মোঃ সেলিম খান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৫। যুগ্মসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রবিউল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আশ্বিন ১৪২৬/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৯৯.১৯-৩৩৯—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ **"সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ"** হিসেবে ঘোষণা করা হলো :

ক্রমিক	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ণ বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	হাওলি রাজবাড়ি/ আওলী রাজবাড়ি/ প্রাচীন লাউর রাজ্যের রাজধানী তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ।	হলহলিয়া জেএল নং-১৭৭)	০১	২৫৫	১.৯৩ একর	প্রযোজ্য নয়	সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত	সম্মত	৩.৭২ একর ভূমি, ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আতাউর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ আশ্বিন ১৪২৬/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৭৯৩**—লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার মামলা নং-০৩, তারিখ : ৩০-০৮-১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনে অংশগ্রহণপূর্বক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন, সমর্থন ও প্ররোচিত করাসহ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৭৯৪**—লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার মামলা নং-২১, তারিখ : ৩০-০৯-১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনে অংশগ্রহণপূর্বক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন, সমর্থন ও প্ররোচিত করাসহ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৪.১৮-৭৯৫**—লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার মামলা নং-২৩, তারিখ : ৩০-০৯-১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনে অংশগ্রহণপূর্বক সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন, সমর্থন ও প্ররোচিত করাসহ অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ১৫ আশ্বিন ১৪২৬/৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৭৯৬**—ঢাকা জেলার ডেমড়া থানার মামলা নং-২৫(০২)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য পদ গ্রহণ করে উক্ত সংগঠনের আদর্শ ও সত্ত্বাকে সমর্থন, প্রচার ও নির্দেশনা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৭৯৭**—ঢাকা জেলার বনানী থানার মামলা নং-০৮(১২)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে অপরাধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে উক্ত সংগঠনের সদস্য ও সমর্থক হয়ে রাষ্ট্র বিরোধী প্রচার এবং মোবাইলে বিভিন্ন এ্যাপস ব্যবহার করে উক্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করতঃ চলচ্চিত্র নির্মাতা খিজির হায়াৎ খানকে হত্যার পরিকল্পনা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৭৯৮**—ঢাকা জেলার বিমানবন্দর থানার মামলা নং-৩৭(০৩)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী একে অপরের প্ররোচনায় সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্র করতঃ বিস্ফোরক দ্রব্য নিজ হেফাজতে বহন করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজে নিহত হওয়া এবং জানমালের ক্ষতি সাধনের চেষ্টাসহ দেশের জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৭৯৯**—ঢাকা জেলার দারুস সালাম থানার মামলা নং-১৯(০৬)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে অপরাধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে জেএমবির সদস্য হয়ে সরকার বিরোধী প্রচার ও সমর্থন এবং প্ররোচিত করাসহ খিলাফত ও ইসলামী শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জিহাদী বই নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮০০**—ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার এফআইআর মামলা নং-৫/১৫৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা বিভিন্ন লোকজনকে জঙ্গি বই আদান-প্রদান, জঙ্গি তথ্য প্রচার, কর্মী সংগ্রহ, বিভিন্ন রণকৌশল সম্পর্কে ধারণা, শপথ গ্রহণ, অস্ত্র ও বিস্ফোরক কাজে উদ্বুদ্ধকরণসহ দেশের ক্ষতি সাধনের গভীর ষড়যন্ত্র করতঃ জঙ্গি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮০১**—ঢাকা জেলার মুগদা থানার এফ আই আর মামলা নং-৫৩/২৬১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে দলীয় সক্রিয় সদস্যরা ঢাকা শহরসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জঙ্গিবাদ তথ্য, প্রচার কর্মী সংগ্রহ, রণকৌশল জননিরাপত্তা বিপন্ন কেপিআই স্থাপনা ধ্বংস করা তথ্য দেশের ক্ষতি সাধনের গভীর ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.১৯-৮০২**—ঢাকা জেলার রামপুরা থানার মামলা নং-০৫(০৩)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবির সক্রিয় পদ গ্রহণ, সমর্থন ও জঙ্গিবাদী বই নিজ হেফাজতে রেখে বিতরণের মাধ্যমে অন্যান্যদের জঙ্গিবাদে প্ররোচিত করে দেশের ক্ষতি সাধন করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-৮০৩**—ঢাকা জেলার মুগদা থানার মামলা নং-২৪(১১)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জিহাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত ও রাষ্ট্র এবং সরকারকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন/১৮ বানচাল ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সমবেত ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-৮০৪**—ঢাকা জেলার পল্লবী থানার মামলা নং-৫৭(৩)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা জেএমবি সংগঠনের সদস্য হয়ে উক্ত সংগঠনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ব্যানার নিয়ে মিছিল করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-৮০৫**—ঢাকা জেলার শেরে বাংলানগর থানার মামলা নং-২৪(১১)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামী হিযবুত তাওহীদ এর পক্ষে বিভিন্ন ধরনের পোষ্ট, হিযবুত তাওহীদ সম্পর্কিত পোষ্টের শেয়ার এবং লাইক দেওয়ার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১০.১৯-৮০৬**—ঢাকা জেলার মিরপুর মডেল থানার মামলা নং-৬৬(১১)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হিযবুত তাহরীর সংগঠনকে সমর্থন করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮০৭**—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-৫৫(০৭)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হয়ে নিষিদ্ধ লিফলেট বিতরণ করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮০৮**—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-১৮(০৯)১৭-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে অখণ্ডতা, সংহতি, সদস্য পদ গ্রহণ এবং অন্যকেও উক্ত সংগঠনে যোগদানের জন্য আহ্বান করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮০৯**—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৬২(১১)১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা হিযবুত তাহরীর উলাইয়া বাংলাদেশের সমর্থনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা, লিফলেট বিতরণ ও নিজ হেফাজতে রাখার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮১০**—ঢাকা জেলার পল্লবী থানার মামলা নং-৯২(০৫)১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে আর্থিক লেনদেন, উস্কানীমূলক বিভিন্ন বই, মোবাইলে জঙ্গীবাদের বিভিন্ন অডিও/ভিডিও সংরক্ষণ করে জঙ্গীবাদের সমর্থন ও মতাদর্শ গ্রহণ করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.১৯-৮১১**—ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-১১৪(০৫)১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা আনসার আল ইসলামের সদস্যপদ গ্রহণ করে উক্ত সংগঠনের আদর্শ ও সত্ত্বাকে সমর্থন, প্রচার ও নির্দেশনা প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শরীফুল আলম তানভীর
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৬/১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৩.২০১৮-৫২৯**—যেহেতু, ডাঃ মাহমুদুল হাসান আকাশ (১২৮৬৩০), সহকারী সার্জন (ডেন্টাল), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবচর, মাদারীপুর এর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশো-০৩) এর ১১(গ)/৩০ এ ১৬-০২-২০১৮ তারিখে ঢাকা সবুজবাগ থানায় ফৌজদারী মামলা নং-২৮ দায়ের এর প্রেক্ষিতে সবুজবাগ থানা পুলিশ ১৬-০২-২০১৮ তারিখে রাতে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৭-০২-২০১৮ তারিখে শুনানীর পর বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা ডাঃ মাহমুদুল হাসান আকাশ (১২৮৬৩০) কে জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি-৭৩ এর নোট-২ অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৬-০৫-২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৩.২০১৮-১৬৫ নং আদেশমূলে তাঁকে ১৬-০২-২০১৮ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত মামলায় বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা গত ০৬-০১-২০১৯ তারিখের আদেশে উক্ত মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী অভিযোগের দায় হতে তাঁকে খালাস প্রদান করেছেন;

এমতাবস্থায়, ডাঃ মাহমুদুল হাসান আকাশ (১২৮৬৩০), সহকারী সার্জন (ডেন্টাল), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবচর, মাদারীপুর এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৬-০৫-২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০৪.০০.০০৩.২০১৮-২৬৫ নম্বর স্মারকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করা হল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ : ১৭ আশ্বিন ১৪২৬/০২ অক্টোবর ২০১৯

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৮১/২০০৬(অংশ)-৫৩১—যেহেতু, ডাঃ এস.ডব্লিউ. ফয়সাল আহমেদ (১০৫৬৫৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, চর্ম ও যৌন রোগ বহিঃবিভাগ, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক ১৮-০৯-২০০৬ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৮১/২০০৬(অংশ)/ ৬৫৪ স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে 'অসাদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডাঃ এস.ডব্লিউ. ফয়সাল আহমেদ (১০৫৬৫৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, চর্ম ও যৌন রোগ বহিঃ বিভাগ, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট)-কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৭-২০০৮ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৮১/২০০৬(অংশ)/১০০২ নং আদেশে সরকারি চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ এস.ডব্লিউ. ফয়সাল আহমেদ (১০৫৬৫৯), তাঁর বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, বরিশালের আদালতে এটি-০১/২০০৯ নং মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলাটি বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বরিশাল তার আবেদন খারিজ করেন। পরবর্তীতে তিনি পুণরায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আদালত, ঢাকায় এএটি মামলা নং-৭৫/২০১০ দায়ের করেন। উক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রশাসনিক "বরিশালের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ১/২০০৯ নং এটি মামলায় ০১-০২-২০১০ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ রদ রহিত হল। উক্ত এটি মামলাটি মঞ্জুর হল। প্রার্থীকে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করার ২৭-০৭-২০০৮ তারিখের আদেশ বেআইনী, পন্ড, ক্ষমতা বহির্ভূত ও অকার্যকর বলে ঘোষিত হল। প্রতিপক্ষের প্রার্থীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার নির্দেশ প্রদান করা হল" মর্মে রায় প্রদান করেন;

যেহেতু, উক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলা নং-৭৫/২০১০ মামলার রায় ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে ঘোষিত হওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে টাইম বার্ড মওকুফ করণের আবেদনসহ লীভ টু আপিল দায়েরের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে ২৩-০৩-২০১৪ তারিখের ৯৫ নম্বর স্মারকে পত্র দেয়া হয়;

যেহেতু, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩০৪৩ দায়ের করা হয়। উক্ত লীভ টু আপীল ১১-০৩-২০১৯ তারিখ মহামান্য হাইকোর্টের আপিল বিভাগ খারিজ করা হয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আদালত, ঢাকায় এএটি মামলা নং-৭৫/২০১০ এর রায়ের বিজ্ঞ বিচারক ০১-০২-২০১০ তারিখের রায়ে মন্ত্রণালয়ের ২৭-০৭-২০০৮ তারিখের আদেশ বাতিল করতঃ ডাঃ এস.ডব্লিউ. ফয়সাল আহমেদ (১০৫৬৫৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, চর্ম ও যৌন রোগ বহিঃবিভাগ, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট)-কে চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের তারিখ থেকে চাকরিতে পুনর্বহাল করার আদেশ প্রদান করেন;

সেহেতু, এক্ষণে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার ০১-০২-২০১০ তারিখের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ এস.ডব্লিউ. ফয়সাল আহমেদ (১০৫৬৫৯), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, চর্ম ও যৌন রোগ বহিঃবিভাগ, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, আধুনিক সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট)-কে তাঁর চাকরি হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের তারিখ হতে চাকরিতে পুনর্বহাল প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নং **৪৫.১৪৩.০৮০.০৫.০০.০০১.২০১৭(অংশ)-৬১৭**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নবর্ণিত চিকিৎসক কর্মকর্তাগণের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন ১২৫৬৯/১৩, ৩৬২৮/২০১৪, ৮৩৯৯/২০১৪ এবং ৭৩১৬/২০১৩ এর ১৮-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের রায় অনুসরণে ("In the result, the Rules are made absolute in part and the respondents are direted to allow all the benefit of selection grade to all the writ petitioners upto grade-V from the date of their entitlement") এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটার উইং (রিট শাখা) কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে রিভিউ দায়ের না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায়, নিম্নোক্তভাবে ও শর্তে ভূতাপেক্ষভাবে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত (যার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) জাতীয় বেতন স্কেলের সংশ্লিষ্ট গ্রেডের সুবিধাদি প্রদান করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম, কোড নং ও জন্ম তারিখ	কত তম বিসিএস, মেধাক্রম ও যোগদানের তারিখ	সপ্তম (০৭) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	পঞ্চম (৫ম) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	রিট মামলা নং ৮৩৯৯/১৪
১।	ডাঃ এ.বি.এম.আব্দুল হান্নান (৩২২০৬), জন্ম-০১-১০-৫৬	৩য় বিসিএস মেধা-২১৬ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-৫৯৬
২।	ডাঃ খুরশীদ জামিল চৌধুরী (৩০৯২২), জন্ম-০৩-০১-১৯৫৮	৩য় বিসিএস মেধা-২৯১ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-২২৩
৩।	ডাঃ মোঃ আব্দুস ছালাম (৩২৬৯২), জন্ম-২৬-০২-৫৪	৩য় বিসিএস মেধা-৯৯ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-৪২০
৪।	ডাঃ মোঃ আব্দুল হাকিম (৩৫৩৯১), জন্ম-৩০-১১-১৯৫৭	৩য় বিসিএস মেধা-৯৮ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-৪২১
৫।	ডাঃ গোপাল চন্দ্র দাস (৩৬৩৭১), জন্ম-১৯-০৫-৫৫	৩য় বিসিএস মেধা-১০৫ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-২৫৩
৬।	ডাঃ মো: নিয়ামুল হক (৩৫২৪৪), জন্ম-১৫-০৩-৫৫	৩য় বিসিএস মেধা-০৬ ২৮-০৮-৮৩	২৮-০৮-৮৭	২৮-০৮-৮৮	২৮-০৮-৯৩	ক্রমিক নং-৫১৩
৭।	ডাঃ মোঃ ইব্রাহীম খলিল (৩১১৪৩), জন্ম-১৮-০৫-৫৪	৫ম বিসিএস মেধা-৫৮৬ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১৫০
৮।	ডাঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার (৩৫৭৪৩), জন্ম-০৭-০৭-৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-৪৬৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩১১
৯।	ডাঃ মোঃ এনায়েত উল্লাহ (৩৬৫১৬), জন্ম-২৮-০৩-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৬৬৫ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩২২
১০।	ডাঃ কুমুদ রঞ্জন বালা (৩৪৮২২), জন্ম-৩০-০৫-৫৫	৫ম বিসিএস মেধা-৫১৭ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৫২৮
১১।	ডাঃ মোঃ আবু তৈয়ব (৩৮০০৪), জন্ম-৩০-০৬-১৯৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-৫৬০ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩৪৭
১২।	ডাঃ আবু সালেহ মোঃ মুসা (৩৫৯৯১), জন্ম-১১-১১-৫৮	৫ম বিসিএস মেধা-২৭০ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩৭৩
১৩।	ডাঃ বিকাশ চন্দ্র তরফদার (৩০৪৬৫), জন্ম-০২-০৬-৫৮	৫ম বিসিএস মেধা-৩৩১ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৫৮০
১৪।	ডাঃ মোঃ আব্দুর রহমান (৩৭৬৪৯), জন্ম-০১-০২-৫৫	৫ম বিসিএস মেধা-৭৪৬ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৭০২

ক্রমিক নং	নাম, কোড নং ও জন্ম তারিখ	কত তম বিসিএস, মেধাক্রম ও যোগদানের তারিখ	সপ্তম (০৭) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	ষষ্ঠ (৬ষ্ঠ) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	পঞ্চম (৫ম) গ্রেড প্রাপ্যতার তারিখ	রিট মামলা নং ৮৩৯৯/১৪
১৫।	ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী (৩১১০৮), জন্ম-১৪-১০-৫৫	৫ম বিসিএস মেধা-২৪৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১০৮
১৬।	ডাঃ ফেরদৌসী হক (৩৪১২২), জন্ম : ১৯-০২-৫৯	৫ম বিসিএস মেধা-৬৬৭ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১১৭
১৭।	ডাঃ রতন চৌধুরী (৩৬৭৩২), জন্ম-০২-০৪-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৫২৬ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩৬৯
১৮।	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (৩৩১৭০), জন্ম-০৫-১০-৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-৪০৯ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৫৩৯
১৯।	ডাঃ মোঃ এরফান রেজা (৩৩৪৩৯), জন্ম-০১-০১-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৫৮৭ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৫৪৩
২০।	ডাঃ মোঃ খলিলুর রহমান (৩২৫৭৯), জন্ম-২০-০৭-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৭৬৩ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-২৫০
২১।	ডাঃ আনোয়ার হোসেন (৩০০৪২), জন্ম-১০-০২-৫৯	৫ম বিসিএস মেধা-৭৭৩ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১০৪
২২।	ডাঃ মোঃ আলী আকবর (৩২২৬৮), জন্ম-১১-১২-৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-১৬৭ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৭১
২৩।	ডাঃ এ,কে,এম, শামসুল বারী (৩৩৭৩৭), জন্ম-২৩-১০-৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-৬৯৯ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৫২৬
২৪।	ডাঃ মোঃ নওশের আলী (৩১৬৩১), জন্ম-১২-০২-৫৬	৫ম বিসিএস মেধা-৫৩৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩৮০
২৫।	ডাঃ শাহিনা মোতালিব (৩২২৪১), জন্ম-০১-০১-৫৫	৫ম বিসিএস মেধা-১৩৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৭২৫
২৬।	ডাঃ মোঃ রফিকুল হাসান (৩৮০৪৫), জন্ম-০৫-০২-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৫৭৯ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৩৭১
২৭।	ডাঃ ইমাম উদ্দিন আহম্মদ (৩৭৪৭৯), জন্ম-০৩-০২-১৯৫৮	৫ম বিসিএস মেধা-৬৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-৯৮
২৮।	ডাঃ মোঃ আজিজার রহমান (৩২৪৬৯), জন্ম-১৭-০১-৫৩	৫ম বিসিএস মেধা-১৬৮ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১৬৩
২৯।	ডাঃ শামীমা সুলতানা (৩৪৩০৯), জন্ম-০৯-০৯-৫৭	৫ম বিসিএস মেধা-৭০৪ ০৩-০২-৮৫	০৩-০২-৮৯	০৩-০২-৯০	০৩-০২-৯৫	ক্রমিক নং-১০
৩০।	ডাঃ আবুল কালাম মোঃ আজাদ (৩৭৫৫৮), জন্ম-০২-১০-৫৯	৮ম বিসিএস মেধা-১২২৯ ২০-১২-৮৯	২০-১২-৯৩	২০-১২-৯৪	২০-১২-৯৯	ক্রমিক নং-৪৮

শর্তাবলি :

(১) উপরে উল্লিখিত রিট আবেদনকারীগণের শেষ বেতনের প্রত্যয়ন পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ৭ম ও ৫ম গ্রেডে সিলেকশন গ্রেড ৬ষ্ঠ গ্রেডে সিনিয়র স্কেলের বকেয়া প্রদান করতে হবে;

(২) অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আর্থিক বিধিবিধান, পরিপত্র, সরকারি আদেশ এবং জাতীয় বেতন স্কেল সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণ করে কর্মকর্তাদেরকে বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করতে হবে।

শারমিন আক্তার জাহান
উপসচিব (পার-২)।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বিজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

৪০তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৮

নং **৮০.০০.০০০০.২০০.৪৬.০২৩.১৮-৭৬৮**—বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের নিম্নলিখিত ক্যাডারের শূন্য পদসমূহ প্রতিযোগিতামূলক বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইন-এ আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক. সাধারণ ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের পদসমূহ :

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	ক্যাডার কোড	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	বিসিএস (প্রশাসন)	১১০	সহকারী কমিশনার	২০০	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্বীকৃতি বোর্ড হতে এইচ, এস,সি পরীক্ষা পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদি শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি। তবে কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় বিভাগ/ শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
২.	বিসিএস (আনসার)	১১৮	সহকারী পরিচালক/সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক	১২	- ঐ -
৩.	বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১১২	সহকারী মহা-হিসাব রক্ষক	২২	- ঐ -
৪.	বিসিএস (সমবায়)	১১৯	ক. সহকারী নিবন্ধক	১৭	- ঐ -
৫.	বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি)	১১৩	সহকারী কমিশনার	৩২	- ঐ -
৬.	বিসিএস (ইকনমিক)	১২৬	সহকারী প্রধান	৪৫	- ঐ -
৭.	বিসিএস (খাদ্য)	১১১	সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমানের পদ	০৩	- ঐ -
৮.	বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক)	১১৫	সহকারী সচিব	২৫	- ঐ -
৯.	বিসিএস (তথ্য)	১২১	ক. সহকারী পরিচালক/ তথ্য অফিসার/গবেষণা কর্মকর্তা/ সমমানের পদ	০২	- ঐ -
		১২২	খ. সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান)	০৪	- ঐ -
১০.	বিসিএস (পুলিশ)	১১৭	সহকারী পুলিশ সুপার	৭২	- ঐ -
১১.	বিসিএস (ডাক)	১১৬	সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল/সমমানের পদ	০৬	- ঐ -
১২.	বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	১২৫	সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট	০১	- ঐ -
১৩.	বিসিএস (কর)	১১৪	সহকারী কর কমিশনার	২৪	- ঐ -
সাধারণ ক্যাডারসমূহের মোট পদের সংখ্যা = ৪৬৫					

খ. প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল পদসমূহ :

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
১.	বিসিএস (কৃষি)	ক. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (কৃষি অধিদপ্তর)	২২৭	১৩৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
		খ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট)	২২৬	০৯	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১৫৮	৬২১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে (Agriculture in Soil Science) দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০৯	৮০১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষিতে কৃষি রসায়ন বিষয়ে (Agriculture in Soil Chemistry) ২য় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	২০২	৮০১
					অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি (কৃষি) অনার্স ডিগ্রি।	২০১	৮০১
২.	বিসিএস (সমবায়)	গবেষণা কর্মকর্তা	৫১১	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান অথবা অর্থনীতি অথবা গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১৫৯	৯৮১
						১১৮	৩৩১
						১৩৯	৫৫১
৩.	বিসিএস (মৎস্য)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	২৪০	২৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্সসহ ডিগ্রি।	২৩১	৮৫১
৪.	বিসিএস (খাদ্য)	সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী/ সমমানের পদ	৩৬০	০৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি।	৩১২	৯০১
৫.	বিসিএস (স্বাস্থ্য)	ক. সহকারী সার্জন	৪১০	২৬০	এম.বি.বি.এস অথবা এর সমমানের ডিগ্রি।	৩৯১	৭৭১

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
৬.	বিসিএস (তথ্য)	সহকারী বেতার প্রকৌশলী	৫৩০	১২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা উক্ত বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি অথবা ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রনিক্স অথবা মাইক্রোওয়েভ-এ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।	১০৪	৫২১
						৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩২৫	উপরের যে কোনো বিষয়ে
৭.	বিসিএস (পশু সম্পদ)	ক. ভেটেরিনারি সার্জন/ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/ থানা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (মেট্রো)/ প্রভাষক।	২৭০	৬৬	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডি.ভি.এম.) ডিগ্রিসহ রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার হতে হবে। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং পশু পালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২৩০	৮৪১
		খ. হাঁস-মুরগি উন্নয়ন কর্মকর্তা/ প্রাণি উৎপাদন কর্মকর্তা/ সহকারী হাঁস-মুরগি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ জু-অফিসার।	২৮১	১৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু পালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি অনার্স ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা এবং পশু পালন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএসসি ডিগ্রি।	২১০	৮৩১
৮.	বিসিএস (গণপূর্ত)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩১১	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৩১২	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে তড়িৎকৌশল/যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৫	৮৯১
						৩০৬	৮৯১
						৩০৭	২৭১
						৩১২	৯০১
						৩২৬	উপরের যে কোনো বিষয়

ক্রমিক নং	ক্যাডারের নাম	পদের নাম	ক্যাডার পদের কোড	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
৯.	বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	ক. সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	৩৫৩	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	৩৫১	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২	৯০১
						৩২৬	৯০১
১০.	বিসিএস (সড়ক ও জনপথ)	ক. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩৩১	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩০৩	৮৮১
						৩২৬	৮৮১
		খ. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩৩২	১৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যন্ত্রকৌশল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা এর সমমানের ডিগ্রি। অথবা কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ.এম.আই.ই-এর "এ" এবং "বি" সেকশন পাস।	৩১২	৯০১
						৩২৬	৯০১
১১.	বিসিএস (পরিসংখ্যান)	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৫৪০	১২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান অথবা পরিসংখ্যানসহ অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা বাণিজ্য বিভাগের যে কোনো শাখায় অথবা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি অথবা উল্লিখিত যে কোনো একটি বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্স ডিগ্রি।	১১৮	৩৩১
						১৫৯	৯৮১
						১৩৯	৫৫১
						১০১	৭০১
						১০৯	৭১১
						১৩৭	৭৩১
						১২১	৭১১
						১৩৮	৭২১
						১৫৭	৩৫১
প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের মোট পদ=৫৬৮							

১২. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) : সরকারী সাধারণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ক. (সরকারী সাধারণ কলেজসমূহের জন্য) প্রভাষক	৬১০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	৬৭	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১০৮	১১১
		২.	প্রভাষক (ইংরেজি)	৩০	- ঐ -	১২০	১২১
		৩.	প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৪২	- ঐ -	১৪৮	৩৪১
		৪.	প্রভাষক (দর্শন)	৭৪	- ঐ -	১৪৬	২১১
		৫.	প্রভাষক (অর্থনীতি)	৪২	- ঐ -	১১৮	৩৩১
		৬.	প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা)	৪২	- ঐ -	১৬৬	৫৯১
		৭.	প্রভাষক (ইতিহাস)	১৮	- ঐ -	১২৬	১৮১
		৮.	প্রভাষক (সমাজ কল্যাণ)	২১	- ঐ -	১৫৬	৩৬১
		৯.	প্রভাষক (রসায়ন)	৪৪	- ঐ -	১১৩	৫৩১
						১০৩	৫৪১
						১১০	৬০১
		১০.	প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা)	১০	- ঐ -	১৩১	২০১
		১১.	প্রভাষক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৯২	- ঐ -	১৩০	১৯১
		১২.	প্রভাষক (পদার্থবিদ্যা)	২৪	- ঐ -	১৪৭	৫১১
						১০৪	৫২১
		১৩.	প্রভাষক (উদ্ভিদবিদ্যা)	৪২	- ঐ -	১১১	৫৮১
		১৪.	প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান)	১৩	- ঐ -	১৫৭	৩৫১
		১৫.	প্রভাষক (গণিত)	৯৬	- ঐ -	১৩৯	৫৫১
						১০৫	৫৬১
		১৬.	প্রভাষক (ভূগোল)	১৬	- ঐ -	১২৪	৩১১
		১৭.	প্রভাষক (হাদিস)	০১	- ঐ -	১২৮	৪২১
		১৮.	প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০২	- ঐ -	১৫৮	৬২১
		১৯.	প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান)	৫৮	- ঐ -	১০১	৭০১
		২০.	প্রভাষক (মার্কেটিং)	১০	- ঐ -	১৩৮	৭২১
		২১.	প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা)	৪৩	- ঐ -	১৩৭	৭৩১
		২২.	প্রভাষক (ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং)	০৭	- ঐ -	১০৯	৭১১
						১২১	৭১১
		২৩.	প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)	০৬	- ঐ -	১৪৯	১৭১

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
		২৪.	প্রভাষক (কৃষি বিজ্ঞান)	১২	- ঐ -	২০১	৮০১
		২৫.	প্রভাষক (পরিসংখ্যান)	০৭	- ঐ -	১৫৯	৯৮১
		২৬.	প্রভাষক (সংস্কৃত)	০১	- ঐ -	১৫৫	১৫১
		২৭.	প্রভাষক (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০৪	- ঐ -	১২৭	৩৯১
		২৮.	প্রভাষক (আরবি)	০২	- ঐ -	১০৬	১৩১
		২৯.	প্রভাষক (আরবি ও ইসলামী শিক্ষা)	১০	- ঐ -	১০৬	১৩১
						১৩১	২০১
		৩০.	প্রভাষক (নার্সারি স্কুল ও সামাজিক সম্পর্ক)	০১	- ঐ -	১৭৮	৬৩১
			মোট=	৮৩৭			

১২. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) : সরকারী প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের জন্য

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
খ. (সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের জন্য) **প্রভাষক**	৬২০	১.	প্রভাষক (বাংলা)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১০৮	১১১	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড যে কোনো একটি
		২.	প্রভাষক (ইংরেজি)	০৪	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২০	১২১	- ঐ -
		৩.	প্রভাষক (গণিত)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গণিত বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৩৯ ১০৫	৫৫১ ৫৬১	- ঐ -
		৪.	প্রভাষক (ইতিহাস)	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাস বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৬	১৮১	- ঐ -

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
		৫.	প্রভাষক (ভূগোল)	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তেস্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১২৪	৩১১	-ঐ-
		৬.	প্রভাষক (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৩৫	৪১১	-ঐ-
		৭.	প্রভাষক (শিক্ষা)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে এম. এ. ইন এডুকেশন অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বিএড স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১১৯	২২১	-ঐ-
		৮.	প্রভাষক (বিজ্ঞান)	০৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	বিজ্ঞান শাখার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বিষয়ের কোড	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর বিষয়ের পদ সংশ্লিষ্ট বিষয় কোড	-ঐ-
		৯.	প্রভাষক (ইসলামিক আদর্শ)	০৫	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবি বা ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১০৬	১৩১	
						১৩১	২০১	-ঐ-
		১০.	প্রভাষক (চারু ও কারুকলা)	০১	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে বি.এফ.এ ডিগ্রিসহ ফাইন আর্টস-এ দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	১২২	৪৬৯	-ঐ-

ক্যাডারের নাম	ক্যাডার পদের কোড	ক্রমিক নং	পদের নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় কোড	লিখিত পরীক্ষার পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোড	ডিপ্লোমা/ বি.এড/ এম.এড
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
		১১.	প্রভাষক (গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং)	০২	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৯	১৭১	-ঐ-
		১২.	প্রভাষক (প্রফেশনাল ইথিক্স)	০৩	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ'তে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি এবং শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি/ডিপ্লোমা।	১৪৬	২১১	-ঐ-
				মোট = ৩৩				
সর্বমোট = ৪৬৫+৫৬৮+৮৩৭+৩৩ = ১৯০৩								

বিশেষ নির্দেশাবলি :

১. ক. নতুন পদসৃষ্টি, পদোন্নতি, কর্মকর্তার অবসর গ্রহণ, মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণ ইত্যাদি কারণে উল্লিখিত যে কোনো ক্যাডারের শূণ্য পদসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

খ. বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদের জন্য কোনো প্রার্থীর নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে উক্ত প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী বিদেশ হতে তাঁর অর্জিত কোনো ডিগ্রিকে উল্লিখিত বিসিএস ক্যাডারের পদসমূহের পার্শ্বে বর্ণিত কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমানের বলে দাবি করলে তাকে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 (applicant`s copy) এর সঙ্গে জমা দিতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স সনদের জন্য মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের বিএমডিসি-র সঙ্গে, পশুপালন/ডিভিএম ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ভেটেরনারি কাউন্সিল এবং অন্যান্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উক্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের মূলকপি মৌখিক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোর্ডে অবশ্যই উপস্থাপন করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষ গ্রহণ করা হবে না।**

গ. অবতীর্ণ প্রার্থীর যোগ্যতা : যদি কোনো প্রার্থী এমন কোনো পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন যে পরীক্ষায় চাহিদাকৃত শ্রেণি/বিভাগসহ পাস করলে তিনি **৪০তম বিসিএস** পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং যদি তার ঐ পরীক্ষার ফলাফল **৪০তম বিসিএস** এর আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত না হয় তাহলে তিনি অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, তবে তা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হবে। কেবল সেই প্রার্থীকেই অবতীর্ণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে যার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সকল লিখিত পরীক্ষা **৪০তম বিসিএস** পরীক্ষায় আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ ১৫-১১-২০১৮ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়েছে। এ মর্মে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এর BPSC Form-1 (applicant`s copy) এর হার্ড কপির সঙ্গে প্রার্থী কমিশনে দাখিল করবেন। **স্নাতক/স্নাতকোত্তর পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ উল্লেখবিহীন** কোনো **অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না**। বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষা পাসের প্রমাণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল/সাময়িক সার্টিফিকেট এবং অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয়নপত্রের মূল কপি কমিশনে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। **অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না এবং প্রার্থিতা ও বাতিল বলে গণ্য হবে।**

২. **অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :**

ক. আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় : ৩০-০৯-২০১৮ তারিখ সকাল ১০:০০ টা।

খ. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় : ১৫-১১-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা।

গ. আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৫-১১-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টার মধ্যে শুধুমাত্র User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ উক্ত সময়ের পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা (অর্থাৎ ১৮-১১-২০১৮ তারিখ সন্ধ্যা ৬:০০ টা পর্যন্ত) sms এর মাধ্যমে (বিজ্ঞাপনের ৯ নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনসরণ করে) ফি জমা দিতে পারবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : Applican's Copy-তে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী (অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা) প্রার্থীদের ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আবেদন পত্র জমাদান চূড়ান্ত করতে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৩. **বয়সসীমা : ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বয়স :**

ক. মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য সকল ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩০ বছর **(জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৯-১৯৯৭ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮৮ পর্যন্ত)।**

খ. মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা, প্রতিবন্ধী প্রার্থী এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের প্রার্থীর জন্য বয়স ২১ হতে ৩২ বছর **(জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন ০২-০৯-১৯৯৭ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮৬ পর্যন্ত)।**

গ. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের জন্য শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীর বেলায় বয়স ২১ হতে ৩২ বছর (জন্ম তারিখ সর্বনিম্ন **০২-০৯-১৯৯৭ সর্বোচ্চ ০২-০৯-১৯৮৬ পর্যন্ত)।**

প্রার্থীর বয়স কম বা বেশী হলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. **জাতীয়তা :**

ক. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

খ. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো প্রার্থী কোনো বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করলে বা বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সরকারের অনুমতিপত্র কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 এর মুদ্রিত কপির (applicant`s copy) সঙ্গে কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৫. ক. লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

খ. প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরিরত প্রার্থীগণের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৬. **অনলাইনে বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমাদান :**

বিসিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র দ্রুত প্রক্রিয়ায়ন শেষে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ৪০তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের এই বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদ্ধতি এবং BPSC Form-1 পূরণের নির্দেশনাবলিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে শুধু কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আবেদনপত্র (BPSC Form-1) অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে। পূরণকৃত BPSC Form-1 এর একাধিক কপি ডাউনলোড করে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে জমাদানের জন্য প্রার্থী নিজের কাজে সযত্নে সংরক্ষণ করবেন। অনলাইনে জমাকৃত BPSC Form-1 (applicant`s copy) কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে জমা দিবেন।

৭. **অনলাইনে BPSC Form-1 পূরণ পদ্ধতি :**

প্রার্থীকে Teletalk BD Ltd. এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd এর মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমাদান সম্পন্ন করতে হবে। উল্লিখিত ওয়েবসাইট ওপেন করলে ৪০তম বিসিএস-এর **Advertisement অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের বিস্তারিত নির্দেশনা** এবং Cadre Option-এর ভিত্তিতে তৈরিকৃত ৩ ক্যাটাগরি পদের জন্য নির্ধারিত **Application Form (BPSC Form-1)** এর রেডিও বাটন দৃশ্যমান হবে।

Advertisement এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে ৪০তম বিসিএস এর বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে। কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইটে অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণের বিষয়ে ১৫ পৃষ্ঠা সংবলিত বিস্তারিত নির্দেশনা আবেদনপত্র (BPSC Form-1) পূরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা শিরোনামে দেয়া থাকবে। অনলাইন ফরম পূরণের পূর্বে প্রার্থী উক্ত নির্দেশনা অংশটি ডাউনলোড করে প্রতিটি নির্দেশনা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। ক্যাডার চয়েস-এর উপর ভিত্তি করে Application Form (BPSC Form-1)-এর ৩টি ক্যাটাগরি রয়েছে, যেমন—

1. Application Form for General Cadre

2. Application Form for Technical Cadre/Professional Cadre

3. Application Form for General and Technical/Professional (both) Cadre।

প্রার্থী শুধু General Cadre এর প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে General Cadre এর Application Form এর রেডিও বাটন ক্লিক করলে General Cadre এর আবেদনপত্র (BPSC Form-1) দৃশ্যমান হবে। অনুরূপভাবে General and Technical/Professional ক্যাডারের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক হলে তাকে both Cadre এর জন্য নির্ধারিত ৩য় রেডিও বাটনটি ক্লিক করলে নির্ধারিত both Cadre এর জন্য BPSC Form-1 দৃশ্যমান হবে। কাঙ্খিত BPSC Form-1 দৃশ্যমান হলে ফরমের প্রতিটি অংশ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। BPSC Form-1-এর ৩টি অংশ রয়েছে: Part-1 Personal Information, Part-2 Educational Qualification, Part-3 Cadre Option. BPSC Form-1 পূরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অংশের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং BPSC Form-1 এর প্রতিটি field এ প্রদত্ত তথ্য/নির্দেশনা অনুসরণ করে BPSC Form-1 পূরণ করতে হবে।

৮. **ডিক্লারেশন :**

প্রার্থীকে অনলাইন আবেদনপত্রের BPSC Form-1 ডিক্লারেশন অংশে এই মর্মে ঘোষণা দিতে হবে যে, প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক এবং সত্য। প্রদত্ত তথ্য অসত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হলে অথবা কোনো অযোগ্যতা ধরা পড়লে বা কোনো প্রতারণা বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে এমনকি নিয়োগের পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রার্থীতা বাতিল এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করার অযোগ্য ঘোষণাসহ তার বিরুদ্ধে যে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। BPSC Form-1 এ প্রদত্ত ডিক্লারেশন অনুযায়ী প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টের জন্য ওয়েবসাইট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড করে সাময়িকভাবে প্রবেশপত্র গ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত কোনোরূপ অযোগ্যতা/দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সাময়িকভাবে প্রাপ্ত প্রবেশপত্র ও প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে প্রার্থী কর্তৃক অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) প্রদত্ত প্রতিটি তথ্যের সপক্ষে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে পূরণকৃত BPSC Form-1 এর মুদ্রিত (ডাউনলোডকৃত) কপির সাথে এই বিজ্ঞাপনের ১৪নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ কমিশনে জমা দিতে হবে। কোনো প্রার্থী অনলাইনে BPSC Form-1 এর প্রদত্ত তথ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ BPSC Form-1 (applicant's copy) এর মুদ্রিত কপির সঙ্গে যথাযথ সনদ/প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে ব্যর্থ হলে বা কোনো ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে বা আবেদন ভুলভাবে পূরণ করলে বা কোনো অযোগ্যতা বা কোনো substantive ত্রুটি ধরা পড়লে যে কোনো পর্যায়ে তার প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. **বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি ৯(৪)(ক)(খ) এর বিধান অনুযায়ী পরীক্ষার ফি জমাদান :**

অনলাইনে আবেদনপত্র (BPSC Form-1) যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করে প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্র জমা প্রদান সম্পন্ন হলে কম্পিউটারে ছবিসহ application preview দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র জমা সম্পন্ন হলে প্রার্থী একটি User ID সহ ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি applicant's copy পাবেন। Application preview এবং applicant's copy-তে প্রার্থীর ছবি ও স্বাক্ষর অবশ্যই দৃশ্যমান হতে হবে। উক্ত applicant's copy প্রার্থীকে প্রিন্ট অথবা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে হবে। Applicant's কপিতে একটি User ID দেয়া থাকবে এবং এই User ID ব্যবহার করে Teletalk BD Ltd. কর্তৃক sms এর মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি ৯(৪)(ক) অনুযায়ী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো Teletalk Pre-paid mobile নম্বরের মাধ্যমে sms করে ৪০তম বিসিএস পরীক্ষার ফি ৭০০/-(সাতশত) টাকা জমা দিবেন। একই বিধিমালার বিধি ৯(৪)(খ) এর বিধানমতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/-(একশত টাকা) জমা দিবেন এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রিন্ট করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী/তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী না হয়েও কেনো প্রার্থী অনলাইন ফরমে উক্ত কোটার প্রার্থিতা দাবি করে ১০০/-(একশত) টাকা ফি জমা প্রদান করে ফরম পূরণ শেষে প্রবেশপত্র গ্রহণ করলেও আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখের পর তা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে উল্লিখিত **substantive** ত্রুটি অর্থাৎ নির্ধারিত ফি জমা না দেয়ার কারণে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।

ফি জমা দেয়ার পদ্ধতি :

প্রথম SMS: BCS<space>User ID লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS QRNTCBTP

Reply : Applicant's Name, Tk-700(100 Tk. for Physically Handicapped, Ethnic Minority Group and Third Gender Group Candidates) will be Charged as Application Fee. Your PIN is (8 digit number) 12345678. To Pay Fee, type BCS<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.

দ্বিতীয় SMS: BCS<space>Yes<Space>PIN লিখে send করুন 16222 নম্বরে।

Example : BCS YES 12345678

Reply : Congratulations! Applicant's Name, payment completed successfully for 40th BCS Examination. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx).

N.B.: For Lost Password, Please Type BCS<Space>HELP<Space>SSC Board<Space>SSC Roll<Space>SSC Year and send to 16222.

১০. **ছবি (Photo):** BPSC Form-1 এর Part-1, Part-2 এবং Part-3 সাফল্যজনকভাবে পূরণ সম্পন্ন হলে application preview দেখা যাবে। Preview এর নির্ধারিত স্থানে প্রার্থীকে (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) 300×300 pixel এর কম বা বেশি নয় এবং file size 100 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ মাপের অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা প্রার্থীর রঙিন ছবি scan করে আপলোড করতে হবে। সাদাকালো ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। **Applicant's copy-তে ছবি মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল হবে। ছবি তোলার সময় মুখ ও কানের উপর আবরণ রাখা যাবে না। সানগ্লাসসহ ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।** Home page-এর help menu-তে ক্লিক করলে photo এবং signature সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

১১. **স্বাক্ষর (Signature):** Application preview-তে স্বাক্ষরের জন্য নির্ধারিত স্থানে (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ) 300×80 pixel এর কম বা বেশি নয় এবং file size 60 KB এর বেশি গ্রহণযোগ্য নয়, প্রার্থীকে এরূপ মাপের নিজের স্বাক্ষর scan করে আপলোড করতে হবে। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী applicant's copy-তে স্বাক্ষর মুদ্রিত না হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১২. **প্রবেশপত্র (Admit Card):**

বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা হলে টেলিটক হতে প্রেরিত sms বার্তায় প্রাপ্ত উত্তরে প্রদত্ত একটি User ID এবং password ব্যবহার করে প্রার্থী তার প্রার্থিত কেন্দ্রের নিম্নোক্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ হতে কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরাদ্দকৃত রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন। পরবর্তীতে কোনোরূপ অযোগ্যতা ধরা পড়লে পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে কোনো পর্যায়ে প্রবেশপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

কেন্দ্রভিত্তিক আবেদনপত্রের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ নিম্নে প্রদান করা হলো :

কেন্দ্র	রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ (বাংলা ভার্সন)	রেজিস্ট্রেশন নম্বরের রেঞ্জ (ইংরেজি ভার্সন)
ক. ঢাকা	১১০০০০০১-১১৯৯৯৯৯৯	১১৮০০০০১-১১৮৯৯৯৯৯
খ. রাজশাহী	১২০০০০০১-১২৯৯৯৯৯৯	১২৮০০০০১-১২৮৯৯৯৯৯
গ. চট্টগ্রাম	১৩০০০০০১-১৩৯৯৯৯৯৯	১৩৮০০০০১-১৩৮৯৯৯৯৯
ঘ. খুলনা	১৪০০০০০১-১৪৯৯৯৯৯৯	১৪৮০০০০১-১৪৮৯৯৯৯৯
ঙ. বরিশাল	১৫০০০০০১-১৫৯৯৯৯৯৯	১৫৮০০০০১-১৫৮৯৯৯৯৯
চ. সিলেট	১৬০০০০০১-১৬৯৯৯৯৯৯	১৬৮০০০০১-১৬৮৯৯৯৯৯
ছ. রংপুর	১৭০০০০০১-১৭৯৯৯৯৯৯	১৭৮০০০০১-১৭৮৯৯৯৯৯
জ. ময়মনসিংহ	১৮০০০০০১-১৮৯৯৯৯৯৯	১৮৮০০০০১-১৮৮৯৯৯৯৯

১৩. **একাধিক ফরম পূরণ নিষিদ্ধ :** কোনো প্রার্থী ফি জমা দিয়ে কোনো একটি কেন্দ্রের জন্য চূড়ান্তভাবে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করে প্রবেশপত্র গ্রহণ করার পর উক্ত কেন্দ্রের জন্য পুনরায় অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন না। কোনো প্রার্থী মিথ্যা, ভিন্ন/ভুল তথ্য দিয়ে একই কেন্দ্রের জন্য একাধিকবার ফরম পূরণ করে একাধিক প্রবেশপত্র গ্রহণ করলে প্রক্রিয়ায়ণের যে কোনো স্তরে তা প্রমাণিত হলে তার সামগ্রিক প্রার্থিতা বাতিল হবে এবং তিনি কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পদে আবেদনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হবেন এবং উক্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৪. **লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের** BPSC Form-1 **প্রাপ্তি এবং নির্দেশিত কাগজপত্রসহ জমাদান :** লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে ৪০ তম বিসিএস পরীক্ষা-২০১৮ এর জন্য অনলাইনে পূরণকৃত BPSC Form-1 (applicant's copy) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত BPSC Form-1 (applicant's copy) প্রার্থীগণ নির্দেশনা অনুসরণ করে **নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় সনদ/ডকুমেন্টসসহ লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে এবং স্থানে জমা দিবেন :**

ক. প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত এবং প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ০৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি [অনধিক ০৩ মাস পূর্বে তোলা] BPSC Form-1 (applicant's copy) এর উপরে বাম পাশে স্ট্যাপলারের সাহায্যে সংযুক্ত করতে হবে।

খ. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

গ. বয়স প্রমাণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত এসএসসি/সমমানের পরীক্ষার মূল/সাময়িক সনদের সত্যায়িত কপি। **"ও-লেভেল"** এবং **"এ-লেভেল"** উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখ সংবলিত দালিলিক প্রমাণ। **উল্লেখ্য, বয়স প্রমাণের জন্য এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।**

ঘ. চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক(সম্মান) ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জমাকৃত সনদ/মার্কশিট/ টেস্টিমোনিয়ালে যদি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) উল্লেখ না থাকে তবে অর্জিত ডিগ্রি ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক সম্মান মর্মে বিভাগীয় প্রধান/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অর্জিত ডিগ্রি ৩ বছর মেয়াদি হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঙ. ১. প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২৬-০২-০২ তারিখের মুগ্রবিঃমঃ/সনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইস্যুকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদের সত্যায়িত কপি।

অথবা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০১-০২-২০০৯ তারিখের মুবিম/সনদ-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০ নং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক ইস্যুকৃত পিতা/মাতা/পিতামহ/পিতামহী/মাতামহ/মাতামহীর মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের ২টি সত্যায়িত কপি।

২. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী প্রার্থীকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৭ তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধার নাম সংবলিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** সত্যায়িত ২টি কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে প্রার্থীর উপস্থাপিত **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা এক ও অভিন্ন হতে হবে।

৩. কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকায়'** না থাকলে প্রার্থীকে মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সংবলিত (i) গেজেট ও সাময়িক সনদ অথবা (ii) গেজেট ও বামুস সনদ অথবা (iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৪. মুক্তিযোদ্ধার বয়স ৩০.১১.১৯৭১ তারিখ বা তার পূর্বে ন্যূনতম ১২ বছর ৬ মাস ছিল মর্মে মুক্তিযোদ্ধার বয়সের প্রমাণক/ডকুমেন্টস হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সনদধারীর জন্মতারিখ সংবলিত এস.এস.সি বা সমমানের সনদ, এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট/জন্মতারিখ সংবলিত প্রামাণিক দলিল আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৫. মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারী কোনো প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যা হলে **'লাল মুক্তিবার্তা'** অথবা **'ভারতীয় তালিকা'র** মুক্তিযোদ্ধার নামের সাথে আবেদনপত্রের পিতার নাম ও ঠিকানা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যা হলে সে মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পৌরসভার মেয়র কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রার্থীর পিতা/মাতার নাম এবং মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যার নাম উল্লেখসহ মুক্তিযোদ্ধার সাথে তার সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রত্যয়ন আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৬. নিয়োগের পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৬-২০১৭ তারিখের ৭৭২ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সনদ ও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ান্তে নিশ্চিত হয়ে নিয়োগের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৭. মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী না পাওয়া গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যাগণ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিবেচিত হবেন।

৮. প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থীদের সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন জেলা সমাজসেবা অফিসের উপপরিচালক/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত কপি।

৯. তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীদের সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি।

১০. যে সকল প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর রয়েছে সে সকল প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্রের নির্ধারিত স্থানে (NID) নম্বর উল্লেখ করবেন এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে তা প্রদর্শন করবেন। যে সকল প্রার্থীর (NID) নম্বর নেই সে সকল প্রার্থী (NID) প্রাপ্তির পর কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্তসহ (NID) এর সত্যায়িত কপি জমা দিবেন। তবে (NID) না থাকার কারণে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে না।

১১. লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর BPSC Form-1 এর সাথে মুক্তিযোদ্ধা কোটার স্বপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সনদের কপি প্রদান করতে ব্যর্থ হলে মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে। তবে বয়স থাকলে বিজ্ঞাপনের ১৮(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবে। উপরে ঙ(১) উপানুচ্ছেদের বর্ণনামতে মুক্তিযোদ্ধা সংক্রান্ত সকল তথ্য ও কাগজপত্রসহ উক্ত সনদের দুইটি সত্যায়িত কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মুক্তিযোদ্ধা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী কোটায় কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা/ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/ প্রতিবন্ধী কোটার দাবি করে তার সপক্ষে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট সকল সনদের মূলকপি নিয়োগের পূর্বে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে নিয়োগ প্রদান করবেন।

চ. প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হতে প্রাপ্ত সনদের সত্যায়িত ফটোকপি। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সনদ গ্রহণ করা হবে না।

ছ. তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত প্রার্থীকে সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে।

জ. বিদেশ থেকে অর্জিত ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ১(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইকুইভ্যালেন্স কমিটি/শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ইকুইভ্যালেন্স সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ঝ. এই বিজ্ঞাপনের ২৪নং অনুচ্ছেদের (খ) এবং (গ) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরি থেকে ইস্তফাদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ঞ. এই বিজ্ঞাপনের ১৮(ঝ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে প্রামাণ্য সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ট. এই বিজ্ঞাপনের ২৪নং অনুচ্ছেদের (ক) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

ঠ. মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যা হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীদের পিতা/পিতামহ/পিতামহীর মাতা/মাতামহ/ মাতামহীর মুক্তিযোদ্ধার সনদে উল্লিখিত ঠিকানা আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্ন হলে মুক্তিযোদ্ধা সনদে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধকালীন ঠিকানার সপক্ষে এবং পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ ওয়ার্ড কমিশনার/পৌর চেয়ারম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দু'টি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : BPSC Form-1 (applicant's copy) এবং তৎসাথে সংযুক্ত সকল ডকুমেন্টস অনুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর শুধু ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্রের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হবে। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্যতা মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া যে সকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট-এর কপিসহ BPSC Form-1 (applicant's copy) এর মুদ্রিত কপি লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হবেন তাদের প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১৫. **প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম :** প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম (পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম) কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ যথাসময়ে প্রদান করা হবে। ওয়েবসাইট থেকে প্রাক্ চাকরি-বৃত্তান্ত যাচাই ফরম ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর BPSC Form-1 এর সাথে ২ কপি এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে ২ (দুই) কপি দাখিল করতে হবে।

১৬. **অনলাইনে BPSC Form-3 পূরণ ও জমাদান :** লিখিতি পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে Teletalk BD Ltd. এর Web Address: http://bpsc.teletalk.com.bd অথবা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের Web Address: www.bpsc.gov.bd-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্য সংবলিত BPSC Form-3 অনলাইনে বাংলায় পূরণ করে জমা দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রেসবিজ্ঞপ্তি এবং BPSC Form-1 এ উল্লিখিত প্রার্থীর মোবাইল নম্বরে Teletalk হতে sms-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের যথাসময়ে নির্দেশনা প্রদান করা হবে। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে পূরণকৃত উক্ত সংক্ষিপ্ত ফরম BPSC Form-3 ডাউনলোড করে এক কপি প্রার্থী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে পূরণকৃত উক্ত BPSC Form-3 এর ২টি কপি আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে।

১৭. **মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে Applicant's Copy জমাদান :**

কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থী তার অনধিক তিন মাস পূর্বে তোলা ছবি ও স্বাক্ষরযুক্ত Applicant's Copy ডাউনলোড করে প্রিন্ট কপি করে সংরক্ষণ করবেন। Applicant's Copy-এর একটি কপি প্রার্থী তার নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং ৩টি কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরমের সঙ্গে প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার দিন উক্ত পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১৮. ক. বিজ্ঞাপিত যে ক্যাডার বা যে সকল ক্যাডারের জন্য প্রার্থী আবেদন করতে ইচ্ছুক সে ক্যাডার বা সে সকল ক্যাডারের কোড নম্বর পছন্দের ক্রমানুযায়ী অবশ্যই (BPSC Form-1) অনলাইনে আবেদনপত্রের Part-3, cadre option-এর ঘরে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রের **(BPSC Form-1)** ক্যাডার অপশনের ঘরে ক্যাডার/ক্যাডার পদের যে পছন্দের উল্লেখ করা হবে, ফি জমাদান শেষে আবেদনপত্র চূড়ান্তভাবে দাখিল করার পর তা আর পরিবর্তন করা যাবে না এবং নতুন কোনো ক্যাডার/ক্যাডার পদের নামও যোগ করা যাবে না।

খ. অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1)-এর প্রথম অংশের স্থায়ী ঠিকানার (permanent address) district-এর ঘরে নির্ধারিত স্থানে উল্লিখিত স্থায়ী জেলার বাসিন্দা হিসেবে তাঁকে চাকরিতে মনোনয়নের জন্য বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য প্রার্থিতা/মনোনয়ন বাতিল হবে।

গ. BPSC Form-1 এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রার্থীর যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।

ঘ. BPSC Form-1 এ মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটায় প্রার্থিতা দাবি করে পরবর্তীতে কোনো প্রার্থী কোটার প্রার্থিতার সপক্ষে যাচিত সনদ BPSC Form-1 এর সাথে প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রাধিকার কোটার প্রার্থিতা বাতিল হবে তবে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত বয়স থাকলে তিনি সাধারণ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

ঙ. অনলাইনে পূরণকৃত BPSC Form-1 এ মুক্তিযোদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/প্রতিবন্ধী কোটার প্রার্থিতা দাবি না করলে পরবর্তীতে নতুন করে কোনো কোটার প্রার্থিতা দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

চ. **বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত পদ/পদসমূহের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের সময় সরকারের সর্বশেষ কোটানীতি অনুসরণ করা হবে।**

ছ. BPSC Form-1 এ নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, স্থায়ী জেলা, জন্মতারিখ ও অন্য কোনোরূপ substantive ত্রুটি থাকলে পরবর্তীতে সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকবে না। substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হবে। **কাজেই অনলাইনে ফরম পূরণের সময় নাম, স্থায়ী জেলা, জন্মতারিখসহ প্রতিটি তথ্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেকে পূরণ করতে হবে।**

জ. BPSC Form-1 এ স্থায়ী ঠিকানায় প্রার্থী কর্তৃক উল্লিখিত জেলার প্রার্থী হিসেবে প্রার্থীর চূড়ান্ত সুপারিশ অর্থাৎ ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র (BPSC Form-1) জমাদানের পর সংগতকারণে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানার পরিবর্তন হলেও BPSC Form-1 এ উল্লিখিত স্থায়ী জেলার ভিত্তিতেই প্রার্থীর ফলাফল নির্ধারিত হবে।

ঝ. প্রার্থী কর্তৃক আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানা (permanent address) যদি ইতঃপূর্বে কোনো সার্টিফিকেটে বা অন্যত্র উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা হতে ভিন্নতর হয় কিংবা মহিলা প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে যদি স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হয় তবে সেক্ষেত্রে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার মেয়র/ কাউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 এর সঙ্গে জমা দিতে হবে।

১৯. প্রার্থীকে ৪০তম বিসিএস-এর জন্য বিজ্ঞাপনের ৭নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে কমিশনের অনুমোদিত প্রেসক্রাইব্ড অনলাইন আবেদনপত্র BPSC Form-1 পূরণ করে জমা দিতে হবে। মুদ্রিত কোনো আবেদনপত্র সরবরাহ করা হবে না। ফলে মুদ্রিত আবেদনপত্র হাতে হাতে বা ডাকযোগে জমাদানের কোনো সুযোগ নেই।

২০. প্রার্থীর নাম ও পিতার নাম এসএসসি অথবা সমমানের সনদে যেভাবে লিখা আছে অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) হুবহু সেভাবে লিখতে হবে।

২১. যে কোনো পর্যায়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা (substantively incomplete) ধরা পড়লে প্রার্থিতা বাতিল হবে। substantive ত্রুটি সম্পর্কিত গেজেট নোটিফিকেশন কমিশনের ওয়েবসাইট-এ প্রদান করা হয়েছে।

২২. মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সকল মূল অথবা সাময়িক সনদ অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অবতীর্ণ প্রার্থীদের অবতীর্ণ প্রত্যয়নপত্র, সরকারি/ আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে চাকরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র/ অপসারণপত্র এবং BPSC Form-1 (applicant's copy) এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সনদ/ প্রত্যয়নপত্রের মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত ডকুমেন্টস মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

২৩. যেসব প্রার্থী ১৪ মে, ১৯৮২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এসআরও নং ১৪২-এল/ইডি/রিক্রুটমেন্ট/১-১৫/ ৮০, তারিখ ১১ মে, ১৯৮২-এর সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অনগ্রসর নাগরিক শ্রেণি (backward section of citizens)-অন্তর্ভুক্ত সে সকল প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি (৯)(৪)(খ) এর বিধানমতে বিজ্ঞাপনের ৯নং অনুচ্ছেদের নির্দেশমতে ১০০(একশত) টাকা ফি জমা দিবেন। এসব প্রার্থীকে তাদের দাবির সমর্থনে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/সিভিল সার্জন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 (applicant's copy) এর সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক ছাড়া অন্য কারও প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৪. **অপসারণ আদেশ/ইস্তফাপত্র/অনাপত্তি/ছাড়পত্রঃ**

ক. প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা সরকারি আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত তাদের কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত অনাপত্তি/ছাড়পত্র ফরম ডাউনলোড করে যথাসময়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিল-স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ করবেন যাতে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্রের কপি জমা দিতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

খ. চাকরি হতে অপসারিত (removed) হয়েছেন অথবা চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন এমন প্রার্থিরাও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রার্থীকে তাদের BPSC Form-1 (applicant's copy) এর সঙ্গে চাকরি হতে অপসারণের আদেশের বা ইস্তাফাপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ আদেশের সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হবে।

গ. কোনো প্রার্থী অনলাইন আবেদনপত্র [BPSC Form-1 (applicant's copy)] জমাদানের পর মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো চাকরিতে যোগদান করলে বা চাকরি থেকে ইস্তফাদান করলে বা চাকরি থেকে অপসারিত হলে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে প্রার্থীকে অবশ্যই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি/ ছাড়পত্র/ইস্তফাপত্র গ্রহণ/অপসারণ আদেশের কপি দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না।

২৫. প্রিলিমিনারি টেস্ট সংক্রান্ত জরুরি বিষয় :

ক. প্রার্থীদেরকে ২০০ (দুইশত) নম্বরের একটি লিখিত multiple choice question (MCQ) type প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষার পূর্ণ সময় দেয়া হবে ২(দুই) ঘন্টা। Optical mark readable double lithocode এবং barcode যুক্ত উত্তরপত্র OMR মেশিনে কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

খ. এই পরীক্ষায় মোট ২০০ (দুইশত) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন, তবে ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা হবে।

গ. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

ঘ. প্রিলিমিনারি টেস্টের MCQ উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে। প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণ বা পুনঃপরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

ঙ. প্রিলিমিনারি টেস্টের উত্তরপত্র কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে কোনোভাবেই প্রদর্শন করা হবে না এবং উক্ত টেস্টের নম্বর কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

চ. প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের উপযুক্ততা এবং প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৬. **প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য সময় :** ৪০তম বিসিএস-এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সঠিক তারিখ, সময় ও আসনব্যবস্থা যথাসময়ে কমিশনের ওয়েবসাইট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

২৭. **প্রিলিমিনারি টেস্টের বিষয় ও নম্বর বন্টন নিম্নে প্রদান করা হলো :**

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

ছ. প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

জ. যে সকল প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন এবং যাদের দাখিলকৃত BPSC Form-1 সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত পাওয়া যাবে শুধু তারাই ৪০ তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সনদ/ ডকুমেন্টস সহ BPSC Form-1 (applicant's copy) এর কপি জমা দিবেন না সে সকল প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

২৮. লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বন্টন: মোট নম্বর ১১০০ (মৌখিক পরীক্ষাসহ)

১. সাধারণ ক্যাডারের জন্য :

	বিষয়	নম্বর বন্টন
ক.	বাংলা	২০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট=	১১০০

২. **প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য :**

	বিষয়	নম্বর বণ্টন
ক.	বাংলা	১০০
খ.	ইংরেজি	২০০
গ.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
ঘ.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
ঙ.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার MCQ type ৫০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর পাবেন। তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে)	১০০
চ.	সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়	২০০
ছ.	মৌখিক পরীক্ষা	২০০
	সর্বমোট=	১১০০

বিঃ দ্রঃ যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দিতে ইচ্ছুক তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের ৯০০ নম্বররের অতিরিক্ত উপরের ২(চ) তে উল্লিখিত **"সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক"** একক বিষয়ের ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২৯. লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস প্রাপ্তি :

বিসিএস-এর আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস এবং পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিলেবাস কমিশনের www.bpsc.gov.bd ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে তাদের আবশ্যিক এবং পদ-সংশ্লিষ্ট (post related) বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ডাউনলোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন।

৩০. লিখিত পরীক্ষার সময়, মানবণ্টন এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর :

(ক) ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪ (চার) ঘণ্টা এবং ১০০ নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩ (তিন) ঘণ্টা।

(খ) প্রার্থীদের জন্য সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যিক।

(গ) লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে BPSC Form-1 (applicant's copy) জমাদানকারীদের মধ্যে substantive ত্রুটির কারণে প্রার্থিতা বাতিল হয়নি এমন প্রার্থীরাই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

(ঘ) মৌখিক পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর ২০০ এবং পাস নম্বর ৫০%। লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।

ঙ. সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি ক্যাডার এবং শুধু কারিগরি ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘন্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

চ. উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে বা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে অথবা ভুল বৃত্তে দাগ দিলে বা ফ্লুইড ব্যবহার করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।

৩১. অনলাইনে সাক্ষাৎকারপত্র প্রাপ্তি :

মৌখিক পরীক্ষার জন্য কমিশন হতে ডাকযোগে কোনো সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না। কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ৪০তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে আপলোড করা থাকবে। কমিশন কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষাসূচি ঘোষণার পর ৪০তম বিসিএস-এর সাক্ষাৎকারপত্রটি কমিশনের ওয়েবসাইট হতে প্রার্থী ডাউনলোড করে সংগ্রহ করবেন। কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ৪০তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং নাম সাক্ষাৎকারপত্রের ০১নং অনুচ্ছেদের নির্ধারিত স্থানে প্রার্থী স্বহস্তে লিখবেন। মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে সাক্ষাৎকারপত্রে উল্লিখিত কাগজপত্র এবং সাক্ষাৎকারপত্রসহ প্রার্থী সরকারী কর্ম কমিশনের আগরগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত হবেন। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে উপস্থিত না হলে কারণ যাই হোক না কেন, উক্ত প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা আর গ্রহণ করা হবে না।

৩২. লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র ও মৌখিক পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপনীয়তা :

(ক) লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দালিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে সেগুলো প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণ বা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

(খ) মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপন থাকবে এবং উক্ত পরীক্ষার নম্বর বা এতৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রার্থী বা তার প্রতিনিধিকে প্রদর্শন বা প্রদান করা হবে না।

৩৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

কমিশন কর্তৃক সাময়িকভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদিগকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সম্মুখে হাজির হতে হবে। মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকালীন প্রার্থীদের নিম্নোক্ত দৈহিক যোগ্যতা থাকতে হবে :

			ন্যূনতম উচ্চতা	ন্যূনতম ওজন
ক.	বিসিএস (পুলিশ) এবং বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের জন্য :	১. পুরুষ প্রার্থী :	৫′.৪″ (১৬২.৫৬ সেঃ মিঃ)	১২০ পাউন্ড (৫৪.৫৪ কেজি)
		২. মহিলা প্রার্থী :	৫′ (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	১০০ পাউন্ড (৪৫.৪৫ কেজি)
খ.	অন্যান্য ক্যাডারের জন্য :	১. পুরুষ প্রার্থী :	৫′ (১৫২.৪০ সেঃ মিঃ)	৯৯.১১ পাউন্ড (৪৫ কেজি)
		২. মহিলা প্রার্থী :	৪′.১০″ (১৪৭.৩২ সেঃ মিঃ)	৮৮.১০ পাউন্ড (৪০ কেজি)

উপরোল্লিখিত শারীরিক উচ্চতা না থাকলে কোনো প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ক্যাডার পদের নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কোনো প্রার্থীর উপরোল্লিখিত ওজন না থাকলে তিনি অস্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীগণকে বিধি অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্যান্য স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা সম্পর্কিত বিস্তারতি তথ্যাবলি যথাসময়ে জানানো হবে। প্রতবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধানসমূহ সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য।

৩৪. প্রিলিমিনারি টেস্টে প্রশ্নপত্রের ইংরেজি ভার্সন ব্যবহার :

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ যে সকল প্রার্থী ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের অনলাইন ফরমে question type option-এর বক্স-এর টিক চিহ্ন (√) দিতে হবে। যে সব প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ ইংরেজি ভার্সনের প্রশানপত্র ব্যবহারের জন্য question type option এর বক্স-এর টিক চিহ্ন (√) দেবেন কেবল সে সব প্রার্থীই প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন। উল্লেখ্য, অনলাইনে প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র ব্যবহারের প্রদত্ত অপশন পরিবর্তন করা যাবে না। কোনো প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্টে ইংরেজি ভার্সনের প্রশ্নপত্র ব্যবহারের অপশন প্রদান করে ইংরেজি ভার্সনের জন্য নির্ধারিত পরীক্ষা হলে উপস্থিত না হয়ে বাংলা ভার্সনের জন্য নির্ধারিত হলে উপস্থিত হয়ে বাংলা ভার্সনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে উক্ত প্রার্থীর পরীক্ষার উত্তরপত্র এবং প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩৫. লিখিত পরীক্ষায় উত্তরদানের ভাষা :

বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট ভাষাতেই লিখতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বাংলা বা ইংরেজি যে কোনো ভাষায় লেখা যাবে। একটি বিষয়ের উত্তরে উদ্ধৃতি বা অনিবার্য টেক্সট ব্যতীত একাধিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। কোনো বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অন্য কোনোরূপ নির্দেশনা থাকলে উক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর লিখতে হবে।

৩৬. পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ :

অনলাইন আবেদনপত্রে (BPSC Form-1) part-1 এর personal information-এ Exam Centre অংশে প্রদত্ত তথ্যমতে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রার্থীকে নিজ খরচে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রার্থী কর্তৃক প্রার্থিত কোনো কেন্দ্রে প্রিলিমিনারি অবজেকটিভ টেস্ট/লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কেন্দ্রে প্রার্থীকে প্রিলিমিনারি টেস্ট/লিখত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। মৌখিক পরীক্ষা কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩৭. কেন্দ্র পরিবর্তনের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

৩৮. এই বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল শর্ত আরোপ করা হলো তা যদি অনলাইন আবেদনপত্রের [BPSC Form-1 (applicant's copy)]-এর কোনো শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে এই বিজ্ঞপ্তির শর্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে কোনো বিষয় অনুল্লিখিত থাকলে অথবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিবে।

৩৯. ক. পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো দরকারি বা অন্যান্য চিঠিপত্র কমিশনের "পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭" এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(খ) প্রার্থীর ঠিকানায় কোনো পরিবর্তন হলে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখপূর্বক কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)-কে যথাসময়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৪০. **লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রদান :**

প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র গোপনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিকে তা প্রদর্শন করা হবে না। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃপরীক্ষণ বা পুনঃনিরীক্ষণের কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না। চূড়ান্ত সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণের পর কোনো প্রার্থী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষার নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদন যথা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়ায়ণ (process) শেষে কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে। পরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর অর্থাৎ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রেরণের পর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বান করা হবে।

৪১. **নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ হলে প্রবেশ, মিথ্যা তথ্য প্রদান ও অসদুপায় অবলম্বনের শাস্তি :**

ক. কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন করলে বা টেম্পারিং করলে বা কোনো জাল সার্টিফিকেট দাখিল করলে বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা পরিবর্তন করলে বা পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ সামগ্রী/ডিভাইস বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্রসহ প্রবেশ এবং উক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে অসদুপায়ের আশ্রয় গ্রহণ শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

খ. পরীক্ষার সময় প্রার্থীগণ কানের উপর কোনো আবরণ রাখবেন না, কান খোলা রাখতে হবে।

গ. পরীক্ষার হলে প্রার্থীগণ গহনা-অলংকার জাতীয় কিছু ব্যবহার করবেন না।

ঘ. পরীক্ষার হলে ক্রেডিট কার্ড/ব্যাংক কার্ড সৃদশ কোনো কিছু বহন করা যাবে না।

ঙ. পরীক্ষা হলে উপরিউক্ত নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ প্রবেশ করলে, নির্দেশনা অমান্য করলে বা পরীক্ষার হলে কোনরূপ দুর্ব্যবহার করলে বা অসদুপায় অবলম্বন করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী তাকে উক্ত পরীক্ষাসহ কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠেয় পরবর্তী যে কোনো পরীক্ষার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে।

চ. **বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে এবং উক্ত প্রার্থীকে সার্ভিসে নিয়োগের পর এইরূপ কোনো তথ্য প্রকাশ ও তা প্রমাণিত হলে তাকে চাকরি হতে বরখাস্তকরণ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।**

৪২. **৪০তম বিসিএস-এর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদ না পাওয়া এমন প্রার্থীদের প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড পদে সুপারিশ প্রদান :**

ক. লিখিত ও মৌখিক পরক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পদস্বল্পতার কারণে ৪০তম বিসিএস-এর বিজ্ঞাপিত ক্যাডার সার্ভিস বা পদে যে সকল প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হবেন না সে সকল প্রার্থীর মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার গেজেটেড প্রারম্ভিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১০-০৫-২০১০ তারিখে জারীকৃত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং ১৬-০৬-২০১৪ তারিখে জারীকৃত উক্ত বিধিমালার সংশোধিত প্রজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তবে এ ধরনের উদ্যোগ সুপারিশ প্রাপ্তির কোনো নিশ্চয়তা প্রদান করবে না ; সরকারের নিকট হতে শূন্য পদের প্রাপ্যতা এবং প্রার্থীর একাডেমিক ও অন্যান্য উপযুক্ততার ওপর নন-ক্যাডার পদে সুপারিশ প্রাপ্তি নির্ভর করবে। সরকারের নিকট হতে নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগের অনুরোধ পাওয়া সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পদের অনুরোধপত্র কমিশনের প্রাপ্তির তারিখের ক্রম ও সংখ্যা অনুসারে উপরোক্ত নন-ক্যাডার নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা অনুসরণ করে পর্যায়ক্রমে প্রার্থী সুপারিশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

খ. পদ স্বল্পতার কারণে যে সকল প্রার্থী ক্যাডার পদে সুপারিশ পাবেন না তাদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি/২য় শ্রেণি পদে সুপারিশ পেতে আগ্রহী হবেন তাদেরকে লিখিত পরীক্ষার পর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নন-ক্যাডার পদের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এ বিষয়ে যথাসময়ে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

৪৩. **বিজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের www. bpsc. gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।**

আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)।